NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ ভ্যাটিকান ও মক্কার মত আন্তর্জাতিক মর্যাদা পাবে অযোধ্যা

ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে ফের তলব ইডির ৭

কলকাতা ২৪ জানুয়ারি ২০২৪ ৯ মাঘ ১৪৩০ বুধবার সপ্তদশ বর্ষ ২২৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 24.1.2024, Vol.17, Issue No. 223, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

মরণোত্তর ভারতরত্ন পাচ্ছেন কর্পূরী ঠাকুর

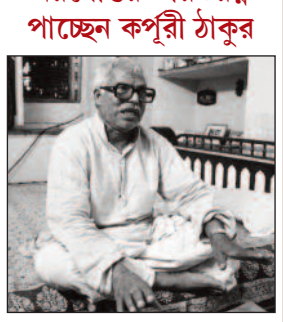

নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারি: মরণোত্তর ভারতরত্ন পুরস্কার পেলেন বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত কর্পূরী ঠাকুর। মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতি ভবনের তরফে এ কথা ঘোষণা করা হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় কর্পূরী ঠাকুরের কথা তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।১৯৮৮ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত হয়েছেন কর্পূরী ঠাকুর। মৃত্যুর ৩৫ বছর পর এই সম্মান পেলেন বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী তাঁকে জননায়ক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। দুবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন তিনি। তাঁর সময়কালে দরিদ্র মানুষের উন্নয়নে অনেক কাজ হয়েছিল বলে জানা যায়।

রাষ্ট্রসংঘের নিয়মে অবাক মাস্ক

নিউ ইয়র্ক, ২৩ জানুয়ারি: বিশ্বের অন্যতম জনবহুল দেশ। কিন্তু তাও রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য নয় ভারত। এই বিষয়টিতে যথেষ্ট অবাক হয়েছেন পৃথিবীর ধনীতম ব্যক্তি তথা শিল্পপতি এলন মাস্ক। সোশ্যাল মিডিয়া এক্সে তিনি এই নিয়ে মন্তব্য করেছেন। এলন মাস্কের বক্তব্য, এতদিনেও ভারত রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য না হওয়ায় তিনি বিস্মিত হয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে, রাষ্ট্রসংঘের নিয়মে এখন পরিবর্তন আনা উচিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুরু করে ফ্রান্সও ভারতের বিষয়টি নিয়ে মত প্রকাশ করেছে ইতিমধ্যেই। ভারত যাতে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হতে পারে সেই সওয়াল তুলেছে তারা। এহেন পরিস্থিতিতে মাস্কের স্পষ্ট বক্তব্য, ভারতের রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য হয়ে থাকাটাই বিস্ময়কর। তবে শুধু ভারত নয়, আফ্রিকারও একটি স্থায়ী পদ পাওয়া উচিত বলে দাবি করেছেন এলন মাস্ক। রাষ্ট্রসংঘে অন্তর্ভুক্ত দেশের সংখ্যা ২০০-র ওপর হলেও এখনও ভারত অস্থায়ী সদস্য। এই নিয়ে নয়াদিল্লির পক্ষ থেকেও যে কিছু বলা হয়নি এমনটা নয়। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই বিষয় নিয়ে মন্তব্য করেছেন। তবে এখনও পর্যন্ত এই ব্যাপারে ইতিবাচক কোনও পদক্ষেপ দেখতে পায়নি ভারত।

হাঁড়কাপানো ঠান্ডার মধ্যেই বৃষ্টির পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার কলকাতার তাপমাত্রা নেমে গিয়েছিল ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। মঙ্গলবার সেই তাপমাত্রা আরও নেমে গিয়েছে। দিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আজ ১১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এদিনই মরশুমের শীতলতম দিন বলে জানায় হাওয়া অফিস। কলকাতা এবং পুরুলিয়ার তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রির নীচে। কয়েকদিন আগেও হালকা সোয়েটার পরে বাইরে বেরলে তেমন কোনও অসুবিধা হচ্ছিল না। এরই মধ্যে আরও এক নতুন আপডেট দিচ্ছে হাওয়া অফিস। এবার আবহাওয়ায় আসছে বদল। হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, বঙ্গোপসাগর থেকে অনেকটা জলীয়ও বাষ্প এ রাজ্যে প্রবেশ করেছে। তার জেরে হবে বৃষ্টি। প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়ের পাশাপাশি বুধবার সকাল থেকে রাজ্যের একাধিক জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, বর্ধমান, দুই মেদিনীপুর। এছাড়া দক্ষিণ ২৪ পরগনাতেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে। ২৫ তারিখ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার থেকে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া কুয়াশা নিয়ে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। বর্ধমান, নদিয়া, দুই ২৪ পরগনা এবং উত্তরবঙ্গে সব জেলাতেই কুয়াশার সতর্কতা দেওয়া হয়েছে।

‘কোথায় হারিয়ে গেলেন সুভাষ?’

১২৭তম জন্মবার্ষিকীতে নেতাজি ফাইল নিয়ে কেন্দ্রকে তোপ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু যে পথে রাষ্ট্র পরিচালনার কথা ভেবেছিলেন, দেশ এখন তার বিপরীতে চলছে বলে দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার রেড রোডে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, নেতাজি দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে যা বলে গিয়েছিলেন, তা মানলে ভারতবর্ষ আরও বড় দেশ, উন্নত দেশ হিসাবে বিশ্ববিশ্রুত হতে পারত। কিন্তু তা হয়নি। নেতাজির মতো আর একজন নেতা পাওয়া যায়নি তা এদেশের দুর্ভাগ্য।

মঙ্গলবার, নেতাজির জন্মবার্ষিকীতে রেড রোডে নেতাজি মূর্তিতে মাল্যদান ও সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান হয় রাজ্য সরকারের তরফে। সেখানে প্রতিবারই নিজে উপস্থিত থাকেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারও ছিলেন। আর সেখান থেকেই দেশনায়ককে নিয়ে কেন্দ্রের উদাসীনতাকে তোপ দাগলেন তিনি। নীতি আয়োগকেও দুষলেন। তাঁর কথায়, ‘আগে প্ল্যানিং কমিশন ছিল। সেখানে ভালো কাজ হতো। কিন্তু এখন হয়েছে নীতি আয়োগ। যার কোনও নীতি নেই, আয়োগ নেই। মোমের পুতুলের মতো।’

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যিনি সব ধর্মের সব সম্প্রদায়ের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলতে পারবেন তিনিই দেশের নেতা হতে পারেন। অন্যদিকে, প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরেও কেন্দ্রের সরকার নেতাজির অন্তর্ধান সংক্রান্ত ফাইল প্রকাশ্যে আনেনি বলেও তিনি অভিযোগ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নেতাজি কোথায় হারিয়ে গেলেন নেতাজি তা জানা গেল না। বললেন, ‘আমরা নেতাজির মৃত্যুদিনটাও জানতে পারলাম না। ওরা বলেছিল, ছাই নিয়ে যেতে। আমি বলেছি, ছাই নেব না, আমাদের জীবন্ত নেতাজি চাই।’

জাতীয় ছুটি নিয়ে তোপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত ২০ বছর ধরে চেষ্টা করছেন। তবুও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিবসে মেলেনি জাতীয় ছুটি। যা নিয়ে আক্ষেপ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এই ইস্যুতে নাম না করে কেন্দ্রকে তাঁর খোঁচা, রাজনৈতিক প্রচারের জন্য এ দেশে ছুটি দেওয়া হয়। কিন্তু যার জন্য স্বাধীনতা এল তাঁর জন্মদিবসে জাতীয় ছুটি দেওয়া হয় না। তাঁর আরও সংযোজন, ‘ক্ষমতায় এসে নেতাজিকে ভুলে গিয়েছে বিজেপি।’ মমতার আক্ষেপ, ‘দেশে রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে ছুটি দেওয়া হয়। কিন্তু নেতাজি জন্মজয়ন্তীতে ছুটি দেওয়া হয় না। গত ২০ বছর ধরে চেষ্টা করছি। কিন্তু এখনও জাতীয় ছুটির আবেদন মঞ্জুর করাতে পারলাম না। আমি লজ্জিত, ক্ষমাপ্রার্থী।’ এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রকে তোপ দেগেছেন মমতা। তাঁর কথায়, ‘ক্ষমতায় আসার আগে নেতাজির কথা বলে সবাই। তার পর বিজেপি নেতাজিকে ভুলে গিয়েছে।’ নেতাজির গোপন চিঠিপত্র, নথি প্রকাশের বিষয়টি নিয়েও তোপ দেগেছেন তিনি। রাজ্য সরকার নেতাজি সংক্রান্ত গোপন ফাইল ডিক্লাসিফাই করেছে। কিন্তু কেন্দ্র সরকার সেই সমস্ত চিঠি সামনে আনেনি বলেও অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর।

রাজ্য সরকারের কাছে নেতাজির তথ্য সম্বলিত ৬৪ টি ফাইল প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রতিশ্রুতি দেওয়া স্বত্বেও কেন্দ্র তা প্রকাশ করেনি।

নেতাজি জয়ন্তি উপলক্ষে রাজ্য সরকারের তরফে মঙ্গলবার এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, অরূপ বিশ্বাস, ব্রাত্য বসু, ফিরহাদ হাকিম প্রমুখ। অধ্যাপক সুগত বসু-সহ নেতাজির পরিবারের সদস্যরাও এদিন শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, রাজ্যসঙ্গীতের মাধ্যমে এদিন অনুষ্ঠান শুরু হয়। ১৯৪৩ সালে নেতাজি ফেরার পর বাংলার মানুষ তাকে যে গানে বরণ করে নিয়েছিলেন সেই ‘সুভাষ জি’ গানটিও পরিবেশিত হয়। এরপর ন্যাশনাল আর্মির মার্চ সং উপস্থাপিত করার জন্য ঘোষণা করেন ইন্দ্রনীল সেন। সবশেষে পরিবেশিত হয় ‘ধনধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা’ গানটি। কণ্ঠ মেলান স্বয়ং মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন।

অধ্যাপক সুগত বসু এদিন সুভাষচন্দ্র বসুর কথা স্মরণ করে দেশের সম্প্রীতির বার্তা তুলে ধরেন। ২৩ জানুয়ারি প্রত্যেক বছর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে আমন্ত্রণ জানান বলে এদিন বলেন তিনি। পাশাপাশি জানান, নেতাজি ভবনে আজ ৯৫ বছর বয়সে এক বৃদ্ধা এসেছিলেন যিনি রানী অফ ঝাঁসি রেজিমেন্ট- এর ভেটেরন। এসেছিলেন ওমর হাবিব নামে এক গুজরাতি মুসলমান। তাঁর ঠাকুরদা আব্দুল হাবিব সাহেব আজাদ হিন্দ ফৌজকে তৎকালীন সময়ে রেঙ্গুনে এক কোটিরও বেশি টাকা দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, বাংলা থেকে দেশের জন্য একটা বার্তা দেওয়া দরকার তাই তিনি হিন্দি ভাষায় হিন্দু-মুসলমান ঐক্য আর সম্প্রীতির ওপর ভিত্তি করে একটি গান গেয়ে শোনান।

বীরভূমে নতুন কৌশল, অনুব্রততেই আস্থা মমতার

গঠন হল নতুন কোর কমিটি, বাদ পড়লেন কাজল শেখ

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা নির্বাচনের আগে বড় পদক্ষেপ মমতার। ভেঙে দেওয়া হল বীরভূমের কোর কমিটি। যে জেলায় একসময় অনুব্রত মণ্ডলই ছিলেন সর্বেসর্বা, তাঁর অনুপস্থিতিতে আবারও রণকৌশল বদলালেন তৃণমূল সুপ্রিমো। অনুব্রত মণ্ডল জেলে যাওয়ার পর তাঁর গড়ে নতুন দায়িত্ব পেয়েছিলেন তৃণমূল নেতা কাজল শেখ। তাঁকে সামনে রেখেই তৈরি করা হয়েছিল কোর কমিটি। কয়েক মাস যেতে না যেতেই আবার বদল। এবার কোর কমিটি থেকেই বাদ পড়ল কাজল শেখের নাম। ৯ জনের কোর কমিটি ভেঙে পাঁচজনের নতুন কোর কমিটি তৈরি করা হয়েছে। ভোটের আগে এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

গত কয়েকদিন ধরেই জেলা ধরে ধরে সাংগঠনিক বৈঠক করছেন দলনেত্রী। মঙ্গলবার বৈঠক ছিল বীরভূমের সংগঠন নিয়ে। সেখানেই বড় রদবদলের কথা ঘোষণা করেছেন মমতা। সূত্রের খবর, নতুন কোর কমিটিতে রাখা হয়েছে চন্দ্রনাথ সিন্‌হা, বিকাশ, রানা, সুদীপ্ত ও আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

অনুব্রত মণ্ডল ও কাজল শেখ বিরোধী গোষ্ঠীর নেতা বলেই পরিচিত বীরভূমে। ভোটের মুখে

কার্যত উল্টে গেল সেই সমীকরণ। কাজল শেখকে শুধুমাত্র নানুরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। যাঁদের বৈঠকে জায়গা দেওয়া হয়েছে তাঁরা অনুব্রত-ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত। ফলে শারীরিকভাবে অনুব্রত উপস্থিত না থাকলেও তাঁর প্রভাব যে আবার প্রকট হচ্ছে, তেমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

উল্লেখ্য, বীরভূমের তৃণমূল জেলা সভাপতি ছিলেন অনুব্রত মণ্ডল। জেলে যাওয়ার পরও তাঁর সেই পদ ছিল। পরে তিহার জেলে যাওয়ার পর দেখা যায়, জেলা সভাপতির পদ ফাঁকা রাখেন মমতা। বীরভূমের দায়িত্ব নেন নিজে। পাশাপাশি গড়ে দেন কোর কমিটি।

মঙ্গলবার বৈঠক শেষে বাইরে বেরিয়ে তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায় জানান, অনুব্রতকে ভুললে চলবে না, এমন বার্তাই দিয়েছেন মমতা। মমতা এদিন বৈঠকে অনুব্রতর জেলমুক্তি নিয়ে আশা প্রকাশ করেছেন। অনুব্রত যে শীঘ্রই বেরিয়ে আসবে, সে কথা নেত্রী বলেছেন বলে দাবি শতাব্দীর। সেইসঙ্গে মমতা বুঝিয়ে দিয়েছেন, জেল থেকে বেরলে অনুব্রতকে যোগ্য সম্মান দিতে হবে। তাঁর তৈরি করা সংগঠন যেন কেউ ভুলে না যায়, সেই বার্তাও দিয়েছেন মমতা।

জোট হবেই, মমতাজির সঙ্গে আমার দারুণ সম্পর্ক

গুয়াহাটি থেকে বার্তা রাহুলের

গুয়াহাটি, ২৩ জানুয়ারি: সোমবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসকে যে ভাবে আক্রমণ করেছিলেন, তাতে অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন, লোকসভা ভোটে বাংলায় রাহুল গান্ধির দলের সঙ্গে মমতার দলের আসন সমঝোতার সম্ভাবনা বুঝি শেষ হয়ে গেল। কিন্তু মঙ্গলবার অসমের রাজধানী গুয়াহাটি থেকে ফের সেই সম্ভাবনায় নতুন করে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলেন রাহুল স্বয়ং।

মঙ্গলবার গুয়াহাটি থেকে কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি বলেন, ‘আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত ও দলের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভালো সম্পর্ক। ছোটখাটো বিষয় থাকে। তবে এখানে (অসমে) বসে এনিয়ে কিছু বলার নেই।’ মমতার সঙ্গে জোট নিয়ে আত্মবিশ্বাসী তিনি। আসনরফা নিয়ে আলোচনা চলছে বলে জানিয়েছেন রাহুল।

লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি বিরোধী জোট করেছে কংগ্রেস-তৃণমূল-সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি। কিন্তু আসনরফা নিয়ে কংগ্রেস ও তৃণমূলের মধ্যে টানাপোড়েন চলছে। সূত্রের

খবর, কংগ্রেস বাংলায় ১০টি আসনে লড়তে চাইছে। কিন্তু তৃণমূল তাদের জোটশরিককে দুটির বেশি আসন ছাড়তে রাজি নয়। এনিয়ে দুই দলের রাজ্য নেতৃত্বের মধ্যে টানাপোড়েন চলছে। একদিকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় খোঁচা দিয়ে বলেছেন, অসমে নিজের আসন ধরে রাখতে ব্যর্থ কংগ্রেস। আবার বাংলায় আসন নিয়ে আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখছে তারা। আবার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী বারবার একলা চলো নীতির পক্ষেও সওয়াল করেছেন। তৃণমূলের চেয়ে বামেদের হাত ধরতে আগ্রহী। যদিও বারবার দেখা গিয়েছে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব অধীরের অবস্থানকে পাত্তা দিতে রাজি নয়। এদিন রাহুল গান্ধির সাফ বার্তা, ওদের দলের কেউ কিছু বলে, ‘আমাদের দলের কেউ কিছু বলে। কিন্তু মমতাজির সঙ্গে ব্যক্তিগত ও দলের সম্পর্ক ভালো। আসনরফা নিয়ে আলোচনা চলছে।’

প্রথম দিনেই রামলালাকে দেখতে ভক্তদের সুনামি!

ভাঙল ব্যারিকেড, প্রবেশপথে রক্তপাত

অযোধ্যা, ২৩ জানুয়ারি: রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার পরের দিনই অযোধ্যায় ভক্তদের উপচে পড়া ভিড়। এককথায় রামলালা দর্শনে অযোধ্যায় ভক্তদের সুনামি বললে ভুল বলা হবে না! এর জেরেই চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয় মঙ্গলবার। বেশ কিছুক্ষণের জন্য দর্শন বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয় পুলিশ। একটি সূত্রে দাবি, ভিড়ের চাপে বেশ কয়েক জন পদপিষ্ট হয়েছেন। এমনকী, পুলিশের লাঠিচার্জে রক্তপাতও হয়েছে বলে খবর। তবে বড়সড় বিপদ ঘটেনি বলেই জানা গিয়েছে। পরিস্থিতির জেরে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী আনছে শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্ট। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে জানানো হয়েছে, প্রবল ভিড়ের মধ্যে ভক্তদের টাকা, মোবাইল ফোন, গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রও চুরি হয়ে গিয়েছে!

সংবাদ সংস্থা এএনআইয়ের একটি ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। সেখানে দেখা গিয়েছে, পুলিশের ব্যারিকেড হুড়মুড় করে মন্দিরের দিকে ছুটছে জনস্রোত। সেই সময়েই বেশ কয়েক জন পদপিষ্ট হয়েছেন বলে দাবি বেশ কিছু সংবাদ সংস্থার। এই অবস্থায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে অতিরিক্ত বাহিনী চেয়েছে শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্ট। এই পরিস্থিতিতে জেপি নাড্ডার অযোধ্যা সফর বাতিল করা হয়। এছাড়াও বেশ কয়েক জন শীর্ষ বিজেপি নেতার বুধবার রামমন্দিরে আসার কথা ছিল, সেই ভিআইপি দর্শনও বাতিল করা হয়েছে। মন্দির দর্শনে বিশৃঙ্খলা তৈরি হতে পারে, তার জন্য প্রস্তুতি ছিল রাজ্য প্রশাসন। কিন্তু তার পরেও পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায়। যদিও উত্তরপ্রদেশে এখন শৈত্যপ্রবাহে হাড়কাঁপানো ঠান্ডা চলছে। কিন্তু সেই ঠান্ডাকে উপেক্ষা করেই মন্দির দর্শনে সোমবার রাত ৩টে থেকে লাইনে দাঁড়ান পুণ্যার্থীরা। সেই ভিড়ের চাপেই মঙ্গলবার অসুস্থ হলেন বেশ কয়েক জন ভক্ত।

উল্লেখ্য, উদ্বোধনের পর মঙ্গলবার সকাল ৭টায় খোলে মন্দিরের দরজা। বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত খোলা থাকবে মন্দির। জানা গিয়েছে, প্রথম দিনেই প্রায় ৫ লক্ষ ভক্ত রামলালাকে দর্শনের জন্য এসেছেন।

১৬ এপ্রিল থেকেই লোকসভা ভোট?

নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারি: একটি বিজ্ঞপ্তি ঘিরে ছিল ধোঁয়াশা। বলা হয়েছিল, রেফারেন্সের জন্য ও ইলেকশন প্ল্যানারে শুরু ও শেষের দিন হিসেব করার জন্য আপাতভাবে ১৬ এপ্রিলকে ভোটের দিন হিসেবে ধরা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের তরফে এই বিজ্ঞপ্তিটি দিল্লির ১১টি জেলার ইলেকশন অফিসারদের উদ্দেশে জারি করা হয়েছিল। সেই বিজ্ঞপ্তি থেকেই সংশয় জেগেছিল। দিল্লিতে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের অফিস থেকে এক্স হ্যান্ডেলে স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে, দিনটি শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য।

গুয়াহাটিতে পুলিশি বাধার মুখে রাহুলের যাত্রা

গুয়াহাটি, ২৩ জানুয়ারি: রাহুল গান্ধির ‘ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা’ ঘিরে মঙ্গলবার ধুন্ধুমার বাধল অসমের রাজধানী গুয়াহাটিতে। রাহুল গান্ধির যাত্রায় বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে অসম পুলিশের বিরুদ্ধে। কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকেরা পাল্টা সেই বাধাকে চ্যালেঞ্জ জানায় এবং ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যায়। তারপর পুলিশের সঙ্গে কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের ধ্বস্তাধস্তিও হয়। একেবারে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র। ঘটনার পর রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে পুলিশকে এফআইআর করার নির্দেশ দেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত শর্মা। মেঘালয় হয়ে মঙ্গলবার পুনরায় রাহুল গান্ধির ‘ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা’ গুয়াহাটিতে প্রবেশ করে। তবে গুয়াহাটিতে প্রবেশের আগে থেকেই যাত্রার পথ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার সঙ্গে রাহুল গান্ধির কার্যত বিবাদ বাধে। ‘ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা’র রুট বদলের কথা জানান অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। যানজট হতে পারে জানিয়ে গুয়াহাটি শহরের মধ্য দিয়ে যাত্রা না করার আবেদন জানান তিনি। যাত্রা ঠেকাতে খানাপাড়ায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করে হিমন্ত বিশ্বশর্মার প্রশাসন। ব্যারিকেড দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেই বাধাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে

একেবারে ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যান কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকেরা। পুলিশ বাধা দিলে দু-পক্ষের মধ্যে ধ্বস্তাধস্তি বাধে। এদিন পুলিশের সঙ্গে দলীয় কর্মীদের ধ্বস্তাধস্তির পরই অসম সরকার ও মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করে কংগ্রেস। প্রথম থেকে রাহুল গান্ধির নেতৃত্বাধীন ‘ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা’-য় বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে, তাঁদের কনভয়ের উপর গুন্ডাবাহিনী দিয়ে হামলা চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ কংগ্রেসের। অবশেষে এদিন গুয়াহাটির বাইপাস দিয়ে ‘ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা’ করার সিদ্ধান্ত হয়। তবে ছাত্রদের কোনওভাবে আটকানো যাবে না, তাঁদের চিন্তা থামানো যাবে না, ছাত্রদের চিন্তা থেমে গেলে দেশের অগ্রগতি থেমে যাবে বলে জানান রাহুল গান্ধি। কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের ধুন্ধুমারের ঘটনার পরই অসম পুলিশকে রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে এফআইআর করার নির্দেশ দেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। এক নেটিজেনের টুইট-ভিডিও তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেন, ‘নকশালদের’ মতো আচরণ করা হচ্ছে এবং এটা অসমের সংস্কৃতি নয়। বিরূপ আচরণের জন্য গুয়াহাটিতে যানজটের সৃষ্টি হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

আজ জেলা সফরে বর্ধমান যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

করবেন একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ পূর্ব বর্ধমান জেলা সফরে যাচ্ছেন। তিনি বর্ধমান শহরের গোদার মাঠে প্রশাসনিক সভা করবেন। সেই সভা থেকেই মুখ্যমন্ত্রী দুই বর্ধমান জেলার মোট ১০৩৫টি প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করবেন। এই প্রকল্পগুলি রূপায়ণে রাজ্য সরকারের মোট ১১৯১ কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। সেই সঙ্গে ওই সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার মোট ৩ লক্ষ ২৬ হাজার ২৮১জন উপভোক্তার হাতে সরকারি পরিষেবা তুলে দেওয়ার সূচনাও করবেন বলে পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। ওইদিন মুখ্যমন্ত্রী নিজে কয়েকজনের হাতে পরিষেবা তুলে দেবেন।

মুখ্যমন্ত্রী যে সব কাজের উদ্বোধন বা শিলান্যাস করবেন তার মধ্যে থাকছে বর্ধমান- আরামবাগ রোডের সংস্কার ও সম্প্রসারণের কাজও। ৭৮ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা খরচ করে ২৬ কিলোমিটার রাস্তা সংস্কার করা হবে। এই রাস্তা সম্প্রসারণ ও সংস্কারের দাবি দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে। কাজ শেষ হলে দক্ষিণ দামোদরের পাশাপাশি হুগলি এবং বাঁকুড়া জেলার বহু বাসিন্দা উপকৃত হবেন। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের একটি ট্রমা কেয়ার তৈরির কাজের শিলান্যাস করবেন। ৪ কোটি টাকা খরচ করে তা তৈরি করা হবে। সঙ্গে থাকছে গলস্যার চাঁচাই গ্রামে ইডেন খালের ওপর সেতু তৈরির কাজেরও শিলান্যাস সাধন পর্ব। একই সঙ্গে কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে ১০০ বেডের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলার মধ্যে সংস্কার হওয়া ৩৯০টি রাস্তার উদ্বোধন হবে আগামিকাল মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে।

বর্ধমান জেলা সফরে এসে মুখ্যমন্ত্রী সবচেয়ে বেশি রাস্তার শিলান্যাস এবং উদ্বোধন করবেন। 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী'তে ফোন করে দুই বর্ধমান জেলার বাসিন্দারা বেহাল রাস্তা নিয়ে অভিযোগ করেছিলেন। সেই রাস্তাগুলি চিহ্নিত করে সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এছাড়া জল জীবন মিশন প্রকল্পের কাজও বিভিন্ন জায়গায় উদ্বোধন এবং শিলান্যাস হবে। তবে দামোদরের ওপর সেতু তৈরি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কিছু ঘোষণা করেন কিনা সেদিকে অনেকেই তাকিয়ে রয়েছেন। কৃষক সেতুর বিকল্প হিসেবে তা নির্মাণ নিয়ে বহুদিন ধরেই চর্চা চলছে। এছাড়া কালনায় ভাগীরথী নদের ওপর সেতু নির্মাণের কথা রয়েছে। জমি অধিগ্রহণের কাজ প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এই সেতু নির্মাণ নিয়ে কোনও বার্তা দেন কিনা তা জানতেও জেলার বাসিন্দাদের মধ্যে উৎসাহ রয়েছে। এই সেতু নির্মাণ হলে পূর্ব বর্ধমানের পাশাপাশি নদিয়া জেলার বাসিন্দারাও উপকৃত হবেন।

একশো দিনের কাজ-সহ কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বকেয়া ইস্যু

কেন্দ্র-রাজ্য বৈঠকে অনিয়মের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: একশো দিনের কাজ- সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে রাজ্যের বকেয়ার ইস্যুতে কেন্দ্র ও রাজ্যের সচিব পর্যায়ের বৈঠক হল মঙ্গলবার। রাজ্যের সচিব পর্যায়ের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এদিন বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের সচিব শৈলেশ কুমার সিং। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সচিবরাও। একশো দিনের কাজের ইস্যুতে বাংলার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার কিছু ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগ তুলেছে।

প্রশাসনিক সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, সেই বিষয়গুলি নিয়ে রাজ্য সরকার কী কী পদক্ষেপ করেছে, তা নিয়ে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট তুলে ধরা হয় রাজ্যের তরফে। একশো দিনের কাজের টাকার ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে বকেয়ার কারণে, রাজ্যের সাধারণ গরিব মানুষরা সমস্যায় পড়ছেন, একথা বার বার বলেছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে, রাজ্যের শাসক দলের প্রথম সারির বহু নেতা এই নিয়ে সরব হয়েছেন। সূত্রের খবর, সাধারণ মানুষ কীভাবে 'বঞ্চিত' হচ্ছেন, সে বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রভিত্তিক রিপোর্টও তুলে ধরা হয়েছে বৈঠকে। জানা যাচ্ছে, বৈঠক শেষে আজই কলকাতায় ফিরছেন রাজ্য সরকারের সচিব স্তরের প্রতিনিধিরা। বাংলায় ফেরার পর কেন্দ্রের সঙ্গে এই বৈঠকের নির্যাস সম্পর্কে তাঁরা একটি রিপোর্ট জমা দেবেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে।

সরকারি হাসপাতালের আউটডোর পরিষেবার মানোন্নয়নে কড়া পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকারি হাসপাতালের আউটডোর পরিষেবার মানোন্নয়নে রাজ্য সরকার কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে। হাসপাতালের আউটডোর পরিষেবা ঠিক মতো পরিচালনা করা হচ্ছে কি না স্বাস্থ্য দপ্তর এবার কেন্দ্রীয়ভাবে তার ওপর নজরদারি চালাবে।

এব্যাপারে স্বাস্থ্য ভবন থেকে আজ জেলার হাসপাতালগুলির উদ্দেশ্যে এক নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। কোনওরকম ঢিলেমি না করে আগামীকাল বুধবার থেকেই এই নির্দেশ কার্যকরের করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নির্দেশিকায় বলা হয়েছে সকাল ৯টার মধ্যে সরকারি হাসপাতালের আউটডোর বাধ্যতামূলক ভাবে খুলতে হবে। নির্দেশ যথাযথ ভাবে পালন করা হচ্ছে কি না, সকাল ৯টা ১৫ মিনিটের মধ্যে এসএমএসের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ভবনে সেকথা জানাতে হবে। আউটডোরে চিকিৎসকদের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি সংক্রান্ত তালিকাও ওই সময়েই এসএমএসের মাধ্যমে স্বাস্থ্যভবনকে জানাতে বলা হয়েছে। স্বাস্থ্য ভবনে এই রিপোর্ট পাঠানোর জন্য একজন নোডাল অফিসার নিয়োগ করতে বলা হয়েছে। তিনি প্রতিদিন হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা সংক্রান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্টও স্বাস্থ্য ভবনে পাঠাবেন। হাসপাতাল সুপারের পাশাপাশি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং প্রতিটি জেলার জেলাশাসকদের এই নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। নির্দেশিকা কেউ মানতে না চাইলে সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি জানাতে হবে স্বাস্থ্য ভবনে। অর্থাৎ কড়া শাস্তির ইঙ্গিত স্পষ্ট করা হয়েছে।

২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার হাল ফেরাতে তৎপর হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জেলায় জেলায় একাধিক সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল গড়ে তোলা হয়। বৃহত্তর স্বাস্থ্য পরিষেবার স্বার্থে রাজ্যের তরফে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডও চালু করা হয়।

তারপরও রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে পরিষেবা নিয়ে রোগীদের বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। বিশেষত, আউটডোরের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে। সম্প্রতি এব্যাপারে জেলা ভিত্তিক সমীক্ষা চালিয়ে সাস্থ্য দপ্তরও জানতে পেরেছে যে অনেকক্ষেত্রেই রোগীদের অভিযোগের সত্যতা রয়েছে।

বিশেষত, বহু সরকারি হাসপাতালে নিয়মিত আউটডোর খোলা হয় না বলে অভিযোগ। কিছু জায়গায় আউটডোর চালু থাকলেও চিকিৎসক আসেন দেরি করে। এদিকে রোগীদের লম্বা লাইন পড়ে যাওয়ায় অনেকেই তাড়াহুড়ো করে রোগী দেখেন বলে অভিযোগ।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৯/০১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৫০ নং এফিডেভিট বলে আমি Chandni Singh D/o. Raj Mangal Singh নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Chandni Sultana নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

নাম পরিবর্তন

আমি Beauty Baij W/o Shiba Baij গত ১০/০১/২০২৪ তারিখে কোলকাতা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি Beauty Baij হইতে Beauty Das নামে সর্বত্র পরিচিত হইলাম। উভয় নাম এক ও অভিন্ন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৪ শে জানুয়ারি, বুধ বার, ৯ ই মাঘ। চতুর্দশী তিথি। জন্মে মিথুন রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা, বিংশোত্তোরী রাহুর র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন সুযোগ অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। মেকানিক্যাল কর্মে যারা আছেন তাদের শুভ। সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ দের ভালো। বিদ্যার্থীদের শুভ, সুযোগ আসবে বিশেষত যারা কর্মের অনুসন্ধানে রয়েছেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আজ শ্রী শিবের পুজো করুন।

বৃষ রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোন একজন পুরাতন বান্ধব দ্বারা উপকৃত হবেন। মাসি সম্পর্কিত কোন প্রবীণ মহিলা দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। সন্তানের সাফল্যে আনন্দবৃদ্ধি। ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি আসবে, অর্থ লাভের সম্ভাবনা। যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা বাড়ি তে আমপাতা টাঙান শুভ হবে।

মিথুন রাশি : পরিবারের তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। মনের মধ্যে নৈরাশ্য হতাশা কেটে যাবে। এক বান্ধবীর সহযোগিতায় মনের জোর বাড়বে। ব্যাংকিং এবং ইন্সুরেন্সের খোঁজখবর নিন, কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কোন প্রয়োজন হতে পারে। আধার কার্ড এবং প্যান কার্ড বিষয়ে সচেতন থাকুন। কোন প্রয়োজন হতে পারে। যারা পাসপোর্ট করে বিদেশে রওনা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তাদের জন্য শুভ যোগ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন।

কর্কট রাশি : সুন্দর বাতাবরণ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সকালে চায়ের টেবিলে কোন পজিটিভ চিন্তাধারার বাস্তবায়িত হতে পারে। প্রবীন মহিলা মাতৃ সম্পর্কিত মাসি সম্পর্কিত তার দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। ভ্রমণে আনন্দবৃদ্ধি, তবে জল ভ্রমণে বাধা। শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো যারা কর্মের আবেদন করেছেন তাদের জন্য কোন নতুন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। ভগবান দেব দেব মহাদেবের চরণে বিল্ব পত্র দিন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। মানসিক অবসাদ থেকে বেরিয়ে আসবেন। নার্ভের যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল সুস্থতার দিকে আসবেন। দুশ্চিন্তা নাশ হয়ে কোন স্বজনের দ্বারা বিশেষ উপকার পাবেন। পরিবারের সহানুভূতি পাবেন, সম্মান পাবেন, বাড়ির প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। আঞ্চলিক মানুষের সহযোগিতায় কোন সুযোগ বৃদ্ধি হবে। ব্যবসায়িক একটি বড় চুক্তির সম্ভাবনা ছিল তা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। মহাদেবের চরণে বিল্ব পত্র দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন তাদের শুভ। যারা খাদ্যদ্রব্য বা হোটেল ব্যবসায় আছেন তাদের জন্য শুভ। স্বজনের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। শিক্ষক বা অধ্যাপক দের এক নতুন সম্মান প্রাপ্তির দিন। এন জি ও তে যারা চাকরি করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বেল পাতা দিন শুভ হবে।

তুলা রাশি : ব্যবসায়িক কোনো ঋণ বিষয় দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সন্তানের কারনে, সকালবেলায় চায়ের টেবিলে বিতর্ক তৈরি হবে। রান্না করা বাজার করা, বিষয় নিয়ে পরিবারে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ। যাকে বিশ্বাস করেছিলেন তিনি সহযোগিতা নাও করতে পারেন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাধা পড়বে, তাদের বিদ্যা ভাগ্যে। ধৈর্য ধরলে, অতীব শুভ দিন আগত। ভগবান গনেশজি চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদান করুন অতীব শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে অশান্তির বাতাবরণ। সকাল বেলায় ভুল বোঝাবুঝি। কাউকে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি কাজটি না করে দেওয়ার জন্য, দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি এবং পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। ছবি আঁকা লেখালেখি যারা করেন তাদের কিছু বাধা আজকের দিন পড়বে। কর্মপ্রার্থী যারা তারা চেষ্টা করুন, হাল ছাড়বেন না। দেব দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্ব পত্র দিয়ে দিন শুরু করুন অতীব শুভ হবে।

ধনু রাশি : বান্ধবীর সহযোগিতায় কাজটি হয়ে পড়বে। নতুন যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন, তা দেখে নেওয়া ভালো। ধৈর্য ধরলে, অপেক্ষা করলে জিনিসটি ভালো হবে। স্ত্রী বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। প্রতিবেশীর দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা। নারায়ণ শ্রীবিষ্ণুর চরণে, তুলসীপত্র দিলে অতীব শুভ ফল পাবেন।

মকর রাশি : দুশ্চিন্তার কালো মেঘ কেটে যাবে। সন্তানের জন্য যে দুশ্চিন্তা করেছিলেন, যে খবর শুধুমাত্র প্রতিবেশী জানে, আজ শুভ হবে। আইন বা মামলা তার শুভ ফল পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ ভাগ্য। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন। বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আলস্য এবং নৈরাশ্য জন্য যোগাযোগে বাধা পড়বে। ব্যাংকিং বা ইন্সুরেন্স এর দৌড়াদৌড়ি হবে কিন্তু তা কাজে রূপান্তরিত হবে না। আজ যেখানে যাবেন মনে করেছিলেন কিছুতেই সেখানে যাওয়া গেল না। গ্রহ বাধা রয়েছে, ধৈর্য রাখলে আগামীতে অবশ্যই শুভ দিন হবে। তামার পয়সা বট বৃক্ষের তলায় রাখুন দিনের বেলায়, শুভ হবে।

মীন রাশি : অযথা বিতর্কের মধ্যে না যাওয়া ভালো। সকাল থেকেই তর্ক বিতর্কের একটা পরিবেশ তৈরি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে। দাম্পত্যে ভুল বোঝাবুঝি, গৃহবধূরা একটু ধৈর্য রাখলে আগামীতে শুভ সময় আসন্ন। বিদ্যার্থীদের জন্য কোন বই বা খাতা বা বিদ্যা সামগ্রী কেনার জন্য, স্কুল কলেজের ফি নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। এই অশান্তি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন শুধু ধৈর্যের বলে। ওম নমঃ শিবায় এই নামে বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্বপত্র প্রদান করুন শুভ হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নেতাজি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্ল্যাটিনাম জুবলি উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: শালডাঙা নেতাজি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্ল্যাটিনাম জুবলি বর্ষ উদযাপন হল মঙ্গলবার। এদিন সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি নেতাজির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। তারপর বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রা গোটা শালডাঙা গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। তারপর কাঁকসার দোমড়ার রামকৃষ্ণ আশ্রম ও বিদ্যাপীঠের শ্রীমৎ স্বামী আত্মানন্দ মহারাজ বিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন করেন ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। পাশাপাশি এদিন বিদ্যালয়ের 'স্বরণিকা' পত্রিকা উদ্বোধন করা হয়।

এছাড়াও বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মরণোত্তর চক্ষুদান ও অঙ্গদান এবং টিস্যুদানের শিবির অনুষ্ঠিত হয় যা বুধবারও চলবে। এদিন এই শিবিরে মরণোত্তর চক্ষুদান করেন ৫৪ জন এবং অঙ্গদান করেছেন ৩৩ জন। নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই দিবসটি পালন করা হয়।

যাত্রী বাড়ল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বইমেলা শুরু হতেই উল্লেখযোগ্যভাবে যাত্রী সংখ্যা বাড়ল ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোয় (গ্রিন লাইন)। ৪৭তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বই মেলার দর্শকদের কাছে যাতায়াতে শিয়ালদা থেকে মেট্রো ধরা খুব সুবিধাজনক।শিয়ালদহ-সেক্টর ৫ মেট্রো রুটে পরপর দুটি সোমবারের তুলনা করে দেখা যাচ্ছে গত সোমবার যাত্রীসংখ্যা তার আগের সপ্তাহের চেয়ে ১৭.৬৯ শতাংশ বেড়েছে।

দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভাটপাড়া থানার সবুজ সংঘ মাঠের কাছ থেকে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। মৃতের নাম ভিকি সিং (৪৫)। তাঁর বাড়ি নোয়াপাড়া থানার গারুলিয়ায়। মঙ্গলবার সকালে মাঠের পাশে ওই ব্যক্তিকে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ভাটপাড়া থানার পুলিশ পৌঁছে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকা ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তবে ঠিক কী কারণে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে।

স্পোর্টস লাভার্সের রক্তদান শিবিরে চাঁদের হাট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাবুন ওরফে স্বপন ব্যানার্জির স্পোর্টস লাভার্সের রক্তদান শিবিরে চাঁদের হাট। আজ, মঙ্গলবার নেতাজি সুভাষ চন্দ্রের জন্মদিন উপলক্ষ্যে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে এই রক্তদান শিবিরে উপচে পড়া মানুষের ভিড়। কালীঘাট লাভার্সের সিলভার জুবিলি রক্তদান শিবিরে হাজির ক্রীড়া জগতের ব্যক্তিত্বরা।

সকাল ৯ টায় শুরু হওয়া রক্তদান শিবিরের প্রথম থেকেই বিভিন্ন জেলা থেকে রক্ত দিতে সামিল হয়েছেন রক্তদাতারা। তারপরেই পৌঁছে যান কলকার তিন প্রধান ক্লাবের তিন শীর্ষ কর্তারা। ইস্টবেঙ্গলের কর্তা দেবব্রত সরকার, মোহনবাগানের সচিব দেবাশিস দত্ত এবং মহমেডান ক্লাবের সচিব রাজু ওরফে ইসতিয়াক আহমেদ রক্তদাতাদের উৎসাহ দিয়ে গেলেন। এসেছিলেন মহমেডানের কার্যকরী সভাপতি কামারউদ্দিন, বেলাল আহমেদরাও।

শুধু ক্লাব কর্তারই নয়,মঙ্গলবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে হাজির একঝাঁক প্রাক্তন ফুটবলার। মানস ভট্টাচার্য, প্রসূণ ব্যানার্জি, অমিত ভদ্র,দীপেন্দু বিশ্বাস, সঞ্জয় মাঝি থেকে দেবজিৎ ঘোষ, মেহেতাব হোসেন, মহমেডানের বর্তমানফুটবলার ডেভিডরা চাক্ষুস করে গেলেন ক্রীড়া জগতের বড় মাপের রক্তদান শিবির।

এসেছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, রক্ত দিতে এত লোক এসেছে, দেখে ভাল লাগছে। ক্রীড়া জগতে এত বড় মাপের রক্তদান শিবির করা বাবুনের পক্ষেই সম্ভব।

উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন অলিম্পিয়ান জয়দীপ কর্মকার, আইএফএ-এর প্রতিনিধি চিত্ত রঞ্জন দাস, কলকাতা রেফারি সংস্থার সভাপতি ভোলা দত্ত,রাজ্য টেবল টেনিস সংস্থার যুগ্ম সচিব শর্মি সেনগুপ্ত। এছাড়াও উপস্থিত হয়েছিলেন রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা।

কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনের শীর্ষ কর্তা বাবুন ওরফে স্বপন ব্যানার্জি বলেন,দআমাদের এই রক্তদান শিবির এবার ২৫ বছরে পড়ল। শুধু কলকাতা নয়, সমস্ত জেলা থেকেও রক্তদাতারা সামিল হয়েছেন। আমাদের উৎসাহ দিতে ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এসেছেন। আমাদের সাহস জুগিয়ে গেলেন তিন প্রধানের কর্তা থেকে বহু প্রাক্তন ফুটবলারা। এই রক্তদান শিবিরে তাঁদের উপস্থিতি আমাদের তাগিদ আরও বেড়ে গেল। আর বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানাই তাঁদের, যাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে রক্ত দিয়ে গেলেন।

কদম কদম বাড়ায়ে যা। ২৩ শে জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তীতে দেশপ্রেম দিবস পালন বামফ্রন্টের। *ছবি: অদিতি সাহা*

নেতাজি জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য কলকাতা মেট্রোর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৭ তম জন্মদিন পরাক্রম দিবস হিসেবে পালন করল কলকাতা মেট্রো। নেতাজির জন্মদিনে কলকাতা মেট্রোর কর্মী থেকে আধিকারিকরা তাঁকে ভারত মাতার মহান পুত্র হিসেবে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানান।

নেতাজি এবং শ্যামবাজার এই দুই মেট্রো স্টেশনে সুভাষ চন্দ্র বসুর জীবন ও কাজ স্মরণে রেখে দুটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই দুই স্টেশনের স্টেশন কর্মীরা এই মহান নেতাকে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান এবং ব্রিটিশদের হাত থেকে ভারতকে মুক্ত করার যে প্রচেষ্টা তিনি করেছেন তা স্মরণীয় করে রাখেন। শুধু মেট্রো কর্মী বা আধিকারিরাই নন, মেট্রোযাত্রীরাও এদিন নেতাজিকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। নেতাজি ভবন মেট্রো স্টেশনেও নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর ওপর এক স্থায়ী প্রদর্শনীর পাশাপাশি, মালা ও বাতি দিয়ে সুসজ্জিত করে তাঁকে কলকাতা মেট্রোর কর্মী-আধিকারিক থেকে যাত্রীরাও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন।

বাজেটে স্বর্ণ ও হীরে ব্যবসার জন্য পরামর্শ সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের শীর্ষকর্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সামনেই বাজেট। এই প্রসঙ্গে সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের সিইও শুভঙ্কর সেন জানান, এই বাজেটের পরিকাঠামো শক্তিশালী করতে সবার আগে প্রয়োজন যে কোনও ব্যবসার কাঁচামালগুলি এক প্রতিযোগিতামূলক দামে পাওয়া। স্বর্ণ ব্যবসায়ে আন্তর্জাতিক সোনার সরবরাহকারীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে স্বর্ণ ঋণের আকারে সোনার প্রাপ্যতা। এমন এক পদক্ষেপ করা সম্ভব হলে স্বর্ণ ব্যবসায়ী কোম্পানিগুলিকে তাদের ব্যবসা আরও প্রতিযোগিতামূলক স্তরে নিয়ে যেতে পারবে।

পাশাপাশি তিনি এও জানান, বিশ্বের জন্য উৎপাদন করার সহজাত ক্ষমতা আমাদের থাকলেও দক্ষতা বিকাশের ওপর নিরন্তর নজর দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। কারিগরদেরও কাজ এবং উৎপাদন প্রতি মুহূর্তে স্বর্ণ শিল্পের আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। আর যদি কোনো যন্ত্রপাতি যেমন ক্রয় করা হয়, সেখানে সেজ-এ যেভাবে আমরা কিছু শুল্ক সুবিধা পাই ঠিক তেমনই এ ধরনের যন্ত্রপাতি

আমদানি করতে সরকারি সহায়তা ও ভর্তুকি যাতে পাওয়া সম্ভব হয় সেদিনে সরকারকে নজর রাখতে হবে। এর ফলে, বিশ্ব বাজারের চাহিদা মেটাতে ভারতের পক্ষে সম্ভব হবে।

এই বাজেটে নজর রাখা দরকার যে সব ভারতীয় ব্র্যান্ড এবং নির্মাতারা বাইরে ব্যবসা করতে চান প্রয়োজনে তাদের আর্থিক সহায়তার জন্য বিশেষ অর্থায়নেরও। আর এমন পদক্ষেপ নেওয়া হলে 'মেড ইন ইন্ডিয়া' ব্র্যান্ডটিকে বিশ্ব মঞ্চে নিয়ে আসা সম্ভব হবে।

পরিশেষে, রত্ন ও গয়না রপ্তানি এই শিল্প দেশের মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের একটি বড় অংশে অবদান রাখে। ফলে বাজেট মূলধন বা ক্যাপেক্সের মূল্যের ভিত্তিতে স্বর্ণশিল্পীদের সহায়তা করতে পারে, তবে তা বিশ্বজুড়ে এক বড় ভূমিকা পালন করবে এবং ব্র্যান্ডগুলি শুধু ভারতীয়দের কাছেই নয়, অন্যান্য সম্প্রদায়ের কাছেও পৌঁছাতে সাহায্য করবে। এক্ষেত্রে বাজেটে সরকারকে নতুন প্রযুক্তির সাথে শিল্পকে সমর্থন করতে হবে। যার মধ্যে পড়ছে এআই, ল্যাব প্রাপ্ত হিরা বা অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি। এরই পাশাপাশি গয়না শিল্পে রপ্তানি বাড়াতে, ব্যাংকের ক্ষেত্রে শুল্ক হ্রাস করানোও প্রয়োজন রয়েছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৪ জানুয়ারি ২০২৪ ৯ মাঘ ১৪৩০ বুধবার

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তীতে রাজভবনে প্রথমবার বক্তৃতা দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সুভাষ-স্মরণে নেতাজির অবদান অধ্যয়ন করতে এবং ইতিহাসে নেতাজির সঠিক স্থান নিশ্চিত করার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ দল গঠন করা হয়েছে।

ডিএ আন্দোলনকারীদের নবান্ন অভিযানের পরামর্শ শুভেন্দুর

গন্ডগোলের তালে বিরোধীরা: কুণাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'অধিকার আদায়ে নবান্ন অভিযান করুন।' মঙ্গলবার ডিএ আন্দোলনকারীদের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে এমনটাই জানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন বকেয়া ডিএ-এর দাবিতে অনশনরত সরকারি কর্মচারীদের মঞ্চে পৌঁছে যান শুভেন্দু। সরকারি কর্মচারীদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে নবান্ন অভিযানেরও বার্তা দেন। ডিএ আন্দোলনকারীরা যদি নবান্ন অভিযান করেন তাহলে সেই অভিযানে তিনিও উপস্থিত থাকবেন বলেও এদিন আন্দোলনকারীদের আশ্বাস দেন বিরোধী দলনেতা। একইসঙ্গে এদিনের এই মঞ্চ থেকেই রাজ্য সরকার ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেন বিরোধী দলনেতা।

শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'এই সরকারি কর্মচারীরা দেখেছেন আবাস যোজনায় ঘর না দিয়ে তৃণমূলের নেতা নিজের গোয়াল ঘর দেখিয়ে বাড়ি নিয়ে নিয়েছেন। এই সরকারি কর্মচারীরা দেখেছেন শৌচালয়ের টাকা গরিব মানুষকে না দিয়ে, হাজার হাজার টাকা তৃণমূল নেতারা নিজেদের পকেটে ঢুকিয়েছেন। এই সরকারি কর্মচারীরা দেখেছেন চুরি। দেখেছেন স্থায়ী ৬ লক্ষ পোস্ট অবলুপ্ত করছে সরকার।'

পাশাপাশি শুভেন্দুর অভিযোগ, তৃণমূল নেতারা বেকার ভাতার নামে ধাপ্পাবাজি করছেন। নিয়োগ পরীক্ষায় কারচুপি হয়েছে। এরই রেশ টেনে শুভেন্দু এদিন এও জানান, 'পিএসসি-র কর্মচারিরা আমায় তথ্য দেন। এমনকী বামপন্থী কর্মচারীরা আমায় জানিয়েছেন, মিড-ডে মিলের টাকা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারি অনুষ্ঠানে কম্বল বিতরণ করেছেন। আর এই কারণে মুখ্যমন্ত্রী আতঙ্কিত। কারণ, সরকারি কর্মচারীদের তিনি আর তাঁর পাশে পাবেন না আগেই বুঝে গিয়েছেন। তাই এদের ডিএ আটকে আছে। শুভেন্দু হুমকি দিয়েছেন, রাজ্য সরাকারি কর্মচারীদের যদি কিছু হয়, বাংলায় আগুন জ্বলবে। এরপরই তিনি বলেন, 'ভাস্করবাবুকে বলছি, ডাকুন নবান্ন অভিযান। আমি আপনাকে বলছি সঙ্গে থাকব।'

শুভেন্দুর দাবি, 'ভোট লুট করাতে পারবেন না বলে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের একাংশের সঙ্গে দমন পীড়ন নীতি নিয়েছে এই সরকার।' এদিন শুভেন্দু অধিকারী রীতিমতো হুঁশিয়ারির সুরে এও বলেন, 'অনশনরতদের মধ্যে যদি কারোর কোনও ধরনের সমস্যা হয় তাহলে বাংলায় আগুন জ্বলবে।'

এদিকে আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে বিধানসভার অধিবেশন। সেখানেও এই ইস্যুতে ঝড় তুলবেন বলেও ডিএ মঞ্চ থেকে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়ান শুভেন্দু। এর আগেও একাধিকবার ডিএ মঞ্চে হাজির হয়ে সরকারি কর্মচারীদের একাংশ আন্দোলনকারীদের পাশে থেকেছেন শুভেন্দু অধিকারী। দিয়েছেন নিঃশর্তে পাশে থাকার বার্তা। এরপর মঙ্গলবার সকালে প্রথমে কলকাতায় নেতাজি জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে পদযাত্রা করে নেতাজি মূর্তিতে মাল্যদান করে শুভেন্দু সোজা চলে যান ডিএ আন্দোলনকারীদের অনশন মঞ্চে।

এদিকে শুভেন্দুর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে, তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের দাবি, 'গভীর কোনও চক্রান্তের সুর ইঙ্গিত বাংলার বুকে। কোনও একটা গণ্ডগোল করার তালে রয়েছে বিরোধীরা।'

তিন বার হাজিরা এড়িয়েছেন, শঙ্কর আঢ্যর ভাই মলয়কে ফের তলব ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডির তরফ থেকে ফের তলব করা হল বনগাঁর তৃণমূল নেতা শঙ্কর আঢ্যর ভাই মলয় আঢ্যকে। এর আগে তাঁকে তিন বার তলব করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। কিন্তু ইডির সেই ডাকে সাড়া দেননি তিনি। ফের মঙ্গলবার তাঁকে হাজিরা দেওয়ার জন্য নোটিস পাঠানো হয়েছে, এমনটাই খবর ইডি সূত্রে। শঙ্কর আঢ্যর 'অঞ্জলি আইসক্রিম' সংস্থার ডিরেক্টর মলয় আঢ্য। আরও এক সংস্থার ডিরেক্টর মলয়। দুই সংস্থার দপ্তরে তল্লাশি চালায় ইডি। এবার মলয়ের সঙ্গে কথা বলতে চায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

গত ৬ জানুয়ারি রেশন দুর্নীতি মামলায় শঙ্কর আঢ্য গ্রেপ্তার হয়েছেন। শঙ্কর জ্যোতিপ্রিয়র ঘনিষ্ঠ বলে ইডি সূত্রে খবর। এবার তদন্তকারীদের নজরে শঙ্করের ভাই। চতুর্থ বারের হাজিরা এড়ালে কড়া আইনি পদক্ষেপ করতে পারে ইডি।

একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, শুধু শঙ্করই নন, শঙ্করের পরিবারের একাধিক সদস্যই ইডির স্ক্যানারে। এর আগে শঙ্কর আঢ্যর মেয়েকে ডেকেছিল ইডি। মেয়ে ঋতুপর্ণা আঢ্য প্রায় ৬ ঘণ্টা ইডির সওয়ালের মুখে পড়েন। তাঁর থেকে ইডি কী কী জানতে চেয়েছিল তা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ঋতুপর্ণা বলেছিলেন, আপাতত কিছুই বলতে পারবেন না। তবে ইডি সূত্রে ইতিমধ্যেই কিছু তথ্য সামনে এসেছে। শঙ্কর আঢ্যর সম্পত্তি আছে দুবাইয়ে। হাজার কোটি টাকা বিদেশি মুদ্রায় বদল করেছেন বলেও জানতে পেরেছে ইডি। শঙ্কর আঢ্য ও তাঁর আত্মীয়দের নামে বিদেশি মুদ্রা বিনিময়ের অফিসও রয়েছে। সেসব জায়গায় ইতিমধ্যে তল্লাশি চলেছে। এরইমধ্যে এবার মলয়কে তলব ইডির।

রাতে বিয়েবাড়ি গেলেন, সকালে নর্দমা থেকে উদ্ধার হল মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গিয়েছিলেন বিয়েবাড়িতে। পরদিন সকালে বাড়ির অদূরে নর্দমার মধ্যে থেকে উদ্ধার হল দেহ। মৃতের নাম ফাল্গুনী দত্ত (৫৬)। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী বলে জানা গিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, রাতে পাড়ারই বিয়েবাড়িতে নিমন্ত্রিত ছিলেন ফাল্গুনীবাবু। মঙ্গলবার সকালে স্থানীয়দের থেকে খবর পেয়ে হরিদেবপুর থানার পুলিশ গিয়ে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ফাল্গুনী দত্ত সোমবার বিয়েবাড়িতে গিয়েছিলেন। তাঁর পরিবারের সদস্যরাও গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা আগে চলে আসেন। ফাল্গুনীবাবু পরে আসবেন বলে থেকে যান। সকালে বাড়ি না ফেরার খোঁজ শুরু করেন পরিবারের সদস্যরা। তখন দেখেন বাড়ির অদূরে নর্দমার মধ্যে পড়ে রয়েছে তাঁর দেহ। প্রতিবেশীদের প্রথম নজরে আসে

এমন ঘটনা। তাঁরা দ্রুত খবর দেন ফাল্গুনীবাবুর পরিবারের সদস্যদের। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। এক স্থানীয় বাসিন্দা জানান, বলেন, 'এই তো দেখলাম, সুস্থ সবল লোক। বিয়ে বাড়ি গেলেন। হাসিমুখ সবসময়। কী হল বুঝতে পারছি না। দেহে এমনিতে তো কোনও আঘাতের চিহ্ন দেখলাম না। শরীর খারাপ ছিল কিনা, বুঝতে পারছি না।'

এদিকে ঠিক কী কারণে ফাল্গুনিবাবুর মৃত্যু হয়েছে তা ময়নাতদন্তের পরই বোঝা যাবে বলে জানানো হয়েছে হরিদেবপুর থানার তরফ থেকে। এদিকে এই ঘটনার পিছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

নিরাপত্তায় আরও বাহিনী পেতে পারে ইডি, সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সন্দেশখালির ঘটনার জেরে রাজ্যে আরও এক কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসতে চলেছে। কেন্দ্রীয় সংস্থা ইডি ও সিবিআইয়ের নিরাপত্তার জন্য আরও এক কোম্পানি সিআরপিএফ আসতে চলেছে। সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই কথাবার্তা চলছে। বাহিনী পাওয়ার আশাবাদী এজেন্সির কর্তারা। বস্তুত, রেশন দুর্নীতির তদন্তে সন্দেশখালিতে গিয়ে মার খেতে হয় ইডি কর্তাদের। অভিযোগ, বাঁশ-লাঠি দিয়ে তাঁদের উপর হামলা চালান সেখানকার বাসিন্দাদের একাংশ। ভেঙে দেওয়া হয় গাড়ি। মাথা ফাটে গোয়েন্দাদের। গুরুতর আহত অবস্থায় তিন জন গোয়েন্দাকে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। শুধু তাই নয়, তাঁদের সঙ্গে থাকা নিরাপত্তারক্ষীরাও সেই আক্রমণ থেকে ছাড় পাননি। অভিযোগ, মারধর করা হয় তাঁদেরও। এরপরই গোয়েন্দাদের সুরক্ষায় আরও এক অতিরিক্ত বাহিনী তাঁদের দেওয়া হতে পারে বলে সূত্রের খবর।

সূত্রের খবর, এই এক কোম্পানি বাহিনী এলে তাদের রিজার্ভ হিসেবে রাখা হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারবে ইডি-সিবিআই। মূলত, ইডি-সিবিআই গোয়েন্দারা তল্লাশি অভিযানের কাজেই বাহিনী ব্যবহার করবেন বলে খবর। তবে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে এই বিষয়ে এখনও কোনও সঙ্কেত মেলেনি। কিন্তু আলোচনা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

এই মুহূর্তে ইডি-সিবিআই-এর জন্য ২ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। সন্দেশখালির ঘটনার পরেই আরও বাহিনী নিয়ে অভিযানে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। কথা ওঠে ইডি ডিরেক্টরের সঙ্গে সিআরপিএফ কর্তাদের বৈঠকেও। তার জেরেই মিলতে পারে আরও এক কোম্পানি বাহিনী। প্রসঙ্গত, গোয়েন্দা আধিকারিকদের উপর হামলার পর যে তল্লাশিতে ইডি আধিকারিকরা গিয়েছেন তাঁদের সঙ্গে থাকা জওয়ানরা ছিলেন আরও সতর্ক। আবার হামলা হতে পারে ধরে নিয়ে মাথায় হেলমেট পরেছিলেন জওয়ানরা। হাতেও ঢাল রাখা হয়। এরপর আরও এক কোম্পানি বাহিনী আনার আলোচনায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। ফলত, গোয়েন্দা ও জওয়ানদের সুরক্ষার স্বার্থে এই আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে খবর।

নেতাজির স্মৃতি বিজড়িত নোয়াপাড়া থানায় মিউজিয়াম তৈরির পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ১০/১২ ফুটের একটা ছোট্ট ঘর। নোয়াপাড়া থানার সেই ঘরেই কয়েক ঘণ্টা বন্দি ছিলেন দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। প্রতি বছর ২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিনে তাঁর স্মৃতি বিজড়িত কক্ষটিকে সর্বসাধারনের জন্য খুলে দেওয়া হয়। ইতিহাস বলছে, ১৯৩১ সালের ১১ অক্টোবর বিকেলে নেতাজি জগদ্দলের গোলঘর পার্কে বঙ্গীয় চটকল শ্রমিক সম্মেলনে যোগ দিতে

যাচ্ছিলেন। সেদিন তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ শ্যামনগর চৌরঙ্গী কালীবাড়ি মোড় থেকে নেতাজিকে আটক করে। তারপর তাঁকে কয়েক ঘণ্টা নোয়াপাড়া থানায় বন্দি রাখা হয়েছিল। যদিও পরদিন ১২ অক্টোবর মধ্যরাতে নেতাজিকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেতাজির স্মৃতিধন্য কক্ষটিকে সংরক্ষিত করা হয়েছে। নেতাজিকে স্মরণে রেখে প্রতি বছর নোয়াপাড়া থানার উদ্যোগে তাঁর জন্মবার্ষিকী ঘটা করেই উদযাপন করা হয়। মঙ্গলবার সেই অনুষ্ঠানে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনার আলোক রাজোরিয়া বলেন, নেতাজির স্মৃতি বিজড়িত এই নোয়াপাড়া থানা। তবে এই থানাকে নতুন করে গড়া হয়েছে। আর নেতাজীর স্মৃতি বিজড়িত থানার পুরাতন বিল্ডিংটিকে মিউজিয়াম হিসেবে গড়ে তোলা হবে। সেখানে দেশনায়ক নেতাজীর সমস্ত নথিপত্র সংরক্ষন করা হবে। নেতাজির জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে এদিন হাজির ছিলেন ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি নর্থ শ্রীহরি পান্ডে, নোয়াপাড়া থানার আইসি পার্থসারথি মজুমদার, গারুলিয়া ও উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার পুরপ্রধান যথাক্রমে রমেন দাস ও মলয় ঘোষ প্রমুখ।

নেতাজির জন্মজয়ন্তীতে বৃদ্ধাশ্রমে আবাসিকদের সঙ্গে কাটালেন সাংসদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দেশজুড়েই মঙ্গলবার দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী পালিত হল। নেতাজির জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রতি বছরের মতোই এবারও নৈহাটির রামঘাট সন্নিহিত অঘোরী বাবার বৃদ্ধাশ্রমে এলেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং। বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দিলেন সাংসদ। আবাসিকদের জন্য দুপুরের মধ্যাহ্ন ভোজের ব্যবস্থা করেছিলেন হালিশহরের প্রাক্তন কাউন্সিলর বন্ধু গোপাল সাহা। বৃদ্ধাশ্রমে এসে সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, যারা খুব কষ্ট করে দিনযাপন করছেন, তাঁদের পাশে দাঁড়ানো উচিত। পুরানো ইতিহাস রোমন্থন করে এদিন সাংসদ বলেন, নেতাজি এমন একটা ব্যক্তিত্ব ছিলেন যিনি ভারতে থেকে বিদেশের

মাটিতে সেনাবাহিনী গড়ে দেশ স্বাধীন করেছিলেন। গোপাল সাহা বলেন, প্রতি বছর নেতাজির জন্মদিনে তাঁরা অসহায় মানুষজনের সেবায় নিয়োজিত থাকেন। গোপালের কথায়, তাঁর জীবনের রাজনৈতিক গুরু অর্থাৎ সাংসদ অর্জুন সিংয়ের অনুপ্রেরণায় ও সহযোগিতায় এদিন বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের সেবা করা হল। মানুষের আপদে-বিপদে সর্বদা পাশে দাঁড়ান এই জনদরদী সাংসদ। এদিন সেখানে ছিলেন হালিশহরের প্রাক্তন কাউন্সিলর কল্যাণী বসু ও সুজিত দাস, দীপঙ্কর ঘোষ, অতনু রায় চৌধুরী-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বইমেলার অমোঘ টানকে আজও ফেরাতে পারে না বাঙালি

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতা হাতে স্মার্টফোন।

বই পড়ে কজন? এ প্রশ্ন সকলেরই মুখে। তবে কলকাতা বইমেলা যে আবেগের নাম, তা বেশ বোঝা যায় সেখানে গেলে।খুদে থেকে বড়, বই নেড়েচেড়ে উল্টেপাল্টে দেখছেন। দাম জানছেন। কিনছেনও।

শুধু তো বাংলার বই নয়। কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলার অন্যতম আকর্ষণ থাকে বাংলাদেশের প্যাভিলিয়ন। হুমায়ুন আহমেদ থেকে নতুন প্রজন্মের লেখক সাদাত হোসাইন নতুন বইয়ের খোঁজ করে এপার বাংলাও। দেখা যায় অন্যান্য দেশের সাহিত্য সম্ভারও।

মঙ্গলবার বইমেলা প্রাঙ্গণে দিব্যি শীতকে উপক্ষে করে ভিড় জমেছিল। বেলা আড়াইটে নাগাদ মিঠে রোদ শরীরে লাগছে। ইতিউতি অলস পদচারণা সবার। কারও উলের লং কোট বেশ দামি। কারও গায়ে স্টাইলিশ ক্যুইল্টেড জ্যাকেট। একটু বয়স্করা সোয়েটার, কার্ডিগানের সঙ্গে গায়ে চড়িয়েছেন শাল, চাদরও। মেলায় ঢুকেই চায়ের স্টল খুঁজেছে ঠান্ডায় জবুথবু জনতা। এককথায় সবমিলিয়ে মঙ্গলবারের বইমেলা টেক্কা দিয়েছে কোনও শৈলশহরকেও।

মঙ্গলবার নেতাজি জয়ন্তী বলে আবার একটি বাড়তি ছুটির দিন মিলেছে। ফলে এই দিনটার জন্য মুখিয়ে বসেছিলেন বিক্রেতারা। প্রত্যাশা মতোই ঠাসা ভিড়। বেলা ১২টা বাজার আগেই গেটের সামনে লম্বা লাইন। আর গেট খুললেই স্টলে স্টলে ঢুঁ দেওয়া শুরু। রবিবারের দুপুর যত গড়িয়ে সন্ধ্যার পথ ধরেছে, ততই বেড়েছে বইপ্রেমীর সংখ্যা। বইয়ের সারির সঙ্গে ভিড়ের লড়াই চলেছে দিনভর। লিটল ম্যাগাজিন থেকে নামী প্রকাশনী সংস্থা, ফাঁকা ছিল না কোনও স্টল। নজর পড়ার মতো বিক্রি হচ্ছে ছোটদের বইও। ভিড় ঠেলেই আটের হাত ধরে আশি ঢুঁ মারছেন স্টলে। নন্টে-ফন্টে আছে? উল্টোদিকের স্টলে তখন খোঁজ চলছে টিনটিন কিংবা চাঁদের পাহাড়ের।

তবে কেনাকাটির হিড়িকটা মূলত রয়ে গেল ফুড স্টল আর ফ্যাশন অ্যাক্সেসরিজ ঘিরেই। গরম ফিশফ্রাই, মোমো হাতে পেতে কেউ কেউ দাঁড়ালেন ৪৫ মিনিট। পছন্দের বই কিনতে এতো অপেক্ষা করতে কিন্তু দেখা যায়নি কাউকেই। খুব সহজ করে বললে, সন্ধে ৬টা নাগাদও কোনও স্টলে ঢোকার জন্য লাইনে লম্বা লাইন কিন্তু তেমন চোখে পড়েনি। ভিতরে হয়তো ভিড়। তবে সে ভিড় জমে থাকছে না। কারণ ভিতরে যাঁরা ঢুকছেন, তাঁদের অর্ধেকই বই হাতে তুলছেন না। কেমন যেন একটা 'উইন্ডো শপিং' গোছের ব্যাপার। বই হাতে না তুলেই চোখ বুলিয়েই বেরিয়ে যাচ্ছেন স্টল থেকে। ফলে কাউকেই বেশিক্ষণ দাঁড়াতেও হচ্ছে না। অথচ ছোট জুটব্যাগ, গলার হার, কানের দুলের দোকানে নজরকাড়া ভিড়। বিক্রিবাটাও খারাপ হয়নি। ওদিকে আর একটা জায়গায় ভিড় ছিল নজর কাড়া। ব্রিটিশ কাউন্সিলের রোলিং সেলফি স্ট্যান্ড, টেলিফোন বুথ ইনস্টলেশন, থাইল্যান্ড স্টলের সেলফি জোন, টুকটুক অটো সেলফি জোনে। কারণ, ওখানে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি আপলোড করা যাবে যে।

এমন ফেস্টিভ এরিনায় বৌদ্ধিক চর্চা তো নিখরচায়। অথচ বইমেলার সাজানো অডিটোরিয়ামে চলতে থাকা সেমিনারগুলো দাঁড়িয়ে শোনার লোক হাতেগোনা। আর এই অনুযোগ তো বইমেলায় এলেই শোনা যায়, যে সংখ্যায় মানুষ বইমেলায় এখন আসেন, সেই তুলনায় বই বিক্রি হয় না। মঙ্গলবারের ছবিটাও আপাত ভাবে এই অনুযোগের পাল্লাকেই ভারী যে করেনি তা নয়। তবে বইমেলা আর বইয়ের টান যে অমোঘ বাঙালির কাছে তা ফের প্রমাণ করল মঙ্গলবারের কলকাতার বইমেলা।

বইমেলায় প্রকাশিত সৌম্য ভট্টাচার্যের ভিন্ন স্বাদের গল্পসংকলন 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অসফল গায়ক তবে চিকিৎসক হিসাবে সফল। তাঁর আসল পরিচয় হল তিনি দুঁদে গোয়েন্দা বিরূপাক্ষ সেন। আরও একজন সফল চিকিৎসক আছেন। তিনি অবশ্য লেখক হিসেবে সেভাবে নিজের পরিচয় তৈরি করতে পারেননি। তাঁর নাম গোলগোবিন্দ সমাদ্দার। এঁদের পাশাপাশি রয়েছেন গঞ্জিকাসেবী আরও এক চিকিৎসক।

তিনটি চিকিৎসক চরিত্রই যাঁর সৃষ্টি, তিনি নিজেও প্রখ্যাত চিকিৎসক। ড. সৌম্য ভট্টাচার্য। পেশায় রক্তবিশেষজ্ঞ, নেশায় কথাসাহিত্যিক। তাঁর সুচিকিৎসায় ব্লাড ক্যান্সার, থ্যালাসেমিয়ার মতো মারণ রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জিতে অগণিত মানুষ ফিরে আসছেন জীবনের মূল স্রোতে। আবার তাঁর কলম থেকেই বেরিয়েছে

গৌড়গোধূলি-র মতো বেস্টসেলার ঐতিহাসিক উপন্যাস, বাংলা রেনেসাঁ নিয়ে সমালোচকদের প্রশংসাধন্য নতুন আলো, সোনালি সকাল-এর মতো পাঠকপ্রিয় উপন্যাস।

ডক্টর সৌম্য ভট্টাচার্য জানালেন, বিগত এক দশকে, লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদকদের অনুরোধে উপন্যাসের পাশাপাশি তাঁর লেখা বেশ কয়েকটি নাটক, ছোটোগল্প, অণুগল্প, ডিটেকটিভ গল্প, ভূতের গল্প, এমনকী রম্যরচনাও এই বইয়ে স্থান পেয়েছে।

প্রকাশক মৌমিতা ভট্টাচার্য বললেন, ঔপন্যাসিক সৌম্য ভট্টাচার্যের লেখা নানা স্বাদের গল্প, রম্যরচনা, নিবন্ধ, প্রবন্ধ ও সাক্ষাৎকারের সংকলন নিয়ে এবারের আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় ঋক প্রকাশনীর ১৮৫ নম্বর স্টল থেকে আমরা প্রকাশ করলাম 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা'। প্রচ্ছদ এঁকেছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গ্রাফিক ডিজাইনার পিনাকী দে। বইটির বিনিময় মূল্য মাত্র ৩৫০টাকা।

বুকপ্রিন্টে ছাপা, হার্ডকভার বইটির প্রতিটি লেখাই সুখপাঠ্য। বলা যায় মুচমুচে। একবার ধরলে পুরোটা শেষ না-করে ওঠা যায় না, লেখার টান এমনই। তাই মুচমুচে, মুখরোচক জলযোগের সঙ্গে তুলনা করে বইয়ের এই অভিনব নামকরণ স্বয়ং লেখকেরই।

সম্পাদকীয়

সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেই শাসকের আইন বদলাতে কোনও অসুবিধা নেই

একসঙ্গে ভোট হলে সরকারের খরচ অনেক কমবে। বিরোধীদের দাবি, পাঁচ বছর অন্তর লোকসভা ভোট করতে পাঁচ বছরের কেন্দ্রীয় বাজেটের মাত্র ০.০২ শতাংশ অর্থ খরচ হয়। বিধানসভা ভোটের জন্যও রাজ্যগুলির এই ধরনের খরচ হয়। অর্থাৎ এই খরচ সামান্যই। এ প্রসঙ্গে মোদি সরকারের যুক্তিকে কাঠগড়ায় তুলে ২০১৪ ও ২০১৯-এর লোকসভা ভোটের খরচ বিশ্লেষণ করে নির্বাচন কমিশনের এক প্রাক্তন সদস্য একটি নিবন্ধে লিখেছেন, প্রতি ভোটার পিছু খরচ পড়েছে পাঁচ বছরে ২০০ টাকা। মানে প্রতিদিন ১০ পয়সা। এর সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলির খরচ যোগ করলে অঙ্কটা দাঁড়াবে দৈনিক সর্বাধিক ১৫ পয়সা। গেরুয়া শিবিরের দ্বিতীয় বক্তব্য, প্রতিটি নির্বাচনের আগে মডেল কোড চালু হয়ে যাওয়ায় উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হয়। বিরোধীদের দাবি, এটাও কুযুক্তি। আচরণবিধি চালু হওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত যেসব প্রকল্পের কাজ চালু ছিল বা শুরু করার সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে, তা করতে কোনও আইনি বাধা থাকে না। তাছাড়া একটি রাজ্যের নির্বাচনে আচরণবিধি লাগু হলে তার জন্য অন্য রাজ্যের কাজ আটকে যায় না। মোদি সরকারের তৃতীয় বক্তব্য, প্রতিটি ভোটেই বিপুল সংখ্যক বাহিনী ও সরকারি কর্মীকে কাজে লাগানো হয়। এতে মানব সম্পদের অপব্যবহার হয়। কিন্তু একসঙ্গে কেন্দ্র-রাজ্যের ভোট হলেও সেই মানব সম্পদকেই ব্যবহার করা হবে। সাশ্রয়ের কোনও সুযোগ নেই। আসলে এসবই বাহানা। বিজেপি এখন দেশের অর্ধেক রাজ্যও শাসন করে না। একাধিক রাজ্যে মোদি বিরোধী আঞ্চলিক দলগুলির সরকার রয়েছে। লোকসভা ও বিধানসভার ভোট পৃথক সময়ে হওয়ায় আঞ্চলিক দলগুলি বিজেপির মতো জাতীয় দলের বিরুদ্ধে চোখে চোখ রেখে লড়াই করতে পারে। এখানেই সিঁন্দুরে মেঘ দেখছে বিজেপি। তাদের পরিষ্কার হিসেব, একসঙ্গে ভোট হলে অর্থবল, লোকবল, প্রচারে পিছিয়ে পড়তে বাধ্য আঞ্চলিক দলগুলি। অন্যদিকে, রাষ্ট্রযন্ত্রকে পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করে ভোটে বাড়তি সুবিধা পাওয়ার সুযোগ থাকবে কেন্দ্রের শাসকদলের হাতে। এর বাইরে রয়েছে একনায়ক হওয়ার তাগিদ। অর্থাৎ এক দেশে একজনই শাসক থাকবে, সেটাই হচ্ছে নাগপুরের দর্শন। অতএব 'এক দেশ, এক ভোট' চালু হলে মাঝপথে কোনও রাজ্য সরকার ভেঙে গেলে কী হবে, কেন্দ্রীয় সরকার ভেঙে গেলে কী হবে, বর্তমানে চালু বিধানসভাগুলির মেয়াদ কীভাবে বাড়িয়ে বা কমিয়ে পাঁচ বছরের অঙ্ক মেলানো হবে; বিরোধীদের সেইসব জটিল ও কূটনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে মোদিবাহিনী আদৌ ভাবিত বলে মনে হয় না। আসল কথা হল, হাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে নিজেদের মতো করে আইন সংশোধন করে নিতে অসুবিধা কোথায়? তাদের আসল লক্ষ্য, বিরোধীশূন্য ভারত। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মল্লিকার্জুন খাড়্গে, সীতারাম ইয়েচুরি যতই এর বিরোধিতা করুন না কেন গেরুয়া শিবির তার লক্ষ্যপূরণের জন্যই এগচ্ছে।

আনন্দকথা

সেই রেলের ওপারে ঝাউতলা। সারি সারি চারিটি ঝাউগাছ। ঝাউতলা দিয়া পূর্বদিকে খানিকটা গিয়া বেলতলা। এখানেও পরমহংসদেব অনেক কঠিন সাধনা করিয়াছিলেন। ঝাউতলা ও বেলতলার পরেই উন্নত প্রাচীর। তাহারই উত্তরে গবর্ণমেন্টের বারুদঘর।

উঠানের দেউড়ি হইতে উত্তরমুখে বহির্গত হইয়া দেখা যায়, সম্মুখে দ্বিতল কুঠি। ঠাকুরবাড়িতে আসিলে রানী রাসমণি, তাঁহার জামাই মথুরবাবু প্রভৃতি এই কুঠিতে থাকিতেন। তাঁহাদের জীবদ্দশায় পরমহংসদেব এই কুঠির বাড়ির নিচের পশ্চিমের ঘরে থাকিতেন। এই ঘর হইতে বকুলতলার ঘাটে যাওয়া যায় ও বেশ গঙ্গাদর্শন হয়।

বাসনমাজার ঘাট, গাজীতলা ও দুই ফটক

উঠানের দেউড়ি ও কুঠির মধ্যবর্তী যে-পথ সেই পথ ধরিয়া পূর্বদিকে যাইতে যাইতে ডানদিকে একটি বাঁধাঘাটবিশিষ্ট সুন্দর পুষকরিণী।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

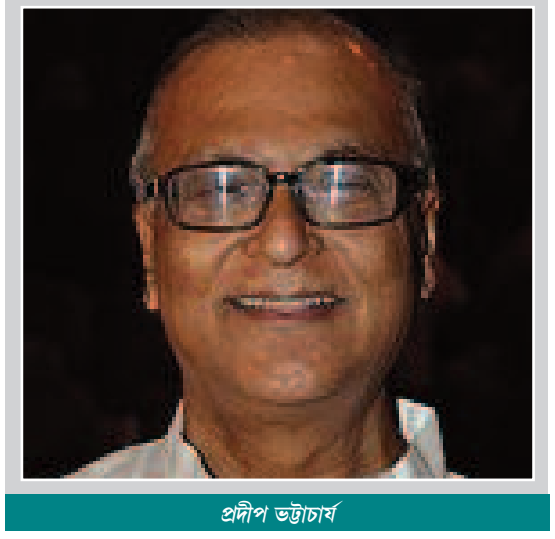

প্রদীপ ভট্টাচার্য

১৯২৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ কপূরী ঠাকুরের জন্মদিন।*
১৯৪৫ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ প্রদীপ ভট্টাচার্যের জন্মদিন।*
১৯৮১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী রিয়া সেনের জন্মদিন।*

ভ্যাটিকান ও মক্কার মত আন্তর্জাতিক মর্যাদা পাবে অযোধ্যা

অশোক সেনগুপ্ত

গোটা দেশে এই মুহূর্তে খবর একটাই; অযোধ্যা। রামমন্দির নিয়ে ব্যাপক প্রচারের ফলে এই বিশ্বজনীনতা আগামী দিনে বহুগুন বাড়বে বলে অভিজ্ঞ মহলের অনুমান।

প্রতি বছর কয়েক লক্ষ হিন্দু অযোধ্যা শহরে আসেন। ফলশ্রুতিতে শহরটি সারা বিশ্বের অন্যতম প্রধান বিশ্বজনীন শহরে পরিণত হয়েছে। অযোধ্যা হিন্দুদের একটি গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের একটি শ্লোক অযোধ্যাকে 'সবচেয়ে পবিত্র' এবং প্রধান শহরগুলির মধ্যে নাম দিয়েছে, অন্যগুলি হল মথুরা, হরিদ্বার, কাশী,কাঞ্চী এবং অবন্তিকা। গরুড় পুরাণেও অযোধ্যাকে বলা হয়েছে ভারতের হিন্দুদের জন্য সাতটি পবিত্র স্থানের মধ্যে একটি।

অযোধ্যার আয়তন মোট১২০.৮ বর্গকিমি (৪৬.৬ বর্গমাইল), জনসংখ্যা (২০১১), মোট ৫৫,৮৯০, জনঘনত্ব ৪৬০/বর্গকিমি (১,২০০/বর্গমাইল)। কলকাতার আয়তন ২০৬.০৮ বর্গকিমি (৭৯.৫৭ বর্গমাইল)। জনসংখ্যা ৪,৪৯৬,৬৯৪। জনঘনত্ব ২২,০০০/বর্গকিমি (৫৭,০০০/বর্গমাইল)। দুটো শহরের পরিসংখ্যান একসঙ্গে দিলাম নিছক পারস্পরিক তুলনা বোঝাতে।

অযোধ্যা হিন্দুধর্মের পবিত্রতম নগরী হিসেবে স্বীকৃত। এই শহরে হিন্দুরা প্রতি বছর তীর্থ করার জন্য আসেন। অযোধ্যার প্রাণকেন্দ্রে তৈরি হয়েছে রাম মন্দির। শহর বহুগুণে সম্প্রসারিত হয়েছে। এর অবকাঠামো, রাস্তা-ঘাট, নাগরিক সুবিধা ইত্যাদির অনেক উন্নতি হয়েছে।

প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃত ভাষার মহাকাব্য, যেমন রামায়ণ এবং মহাভারত-এ অযোধ্যা নামে একটি কিংবদন্তি নগরের কথা উল্লেখ করেছে যা শ্রীরাম সহ কোসালার কিংবদন্তি ইক্ষ্বাকু (সৌর রাজবংশ ৮০০০-৭০০০ খ্রিষ্টপূর্ব) রাজাদের রাজধানী ছিল।

বৌদ্ধ পালি ভাষার গ্রন্থসমূহের প্রাচীনতম এবং জৈন প্রাকৃত-ভাষা গ্রন্থে কোশল মহাজনপদ-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর হিসাবে সকেতা (প্রাকৃত সংস্কৃতিতে সাগ্যা বা সায়্যা) নামে একটি শহর উল্লেখ করা হয়েছে। বৌদ্ধ এবং জৈন উভয় গ্রন্থে টোগোগ্রাফিক ইঙ্গিত দেয় যে সাকেতা শহরই বর্তমানের অযোধ্যা নগর ।

রামের জন্মস্থান হিসাবে বিশ্বাসের কারণে, অযোধ্যাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এটা বিশ্বাস করা হয় যে'রামের জন্মস্থানে একটি প্রাচীন মন্দির ছিল, যা মুঘল সম্রাট বাবরের আদেশে ভেঙে ফেলা হয়েছিল এবং তার জায়গায় একটি মসজিদ তৈরি করা হয়েছিল। ১৯৯২ সালে প্রাচীন মন্দিরটি পুনর্নির্মাণের লক্ষ্য স্থানটি নিয়ে বিরোধের ফলে হিন্দু জনতা মসজিদটি ভেঙে দেয়।*এর পর সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতির পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ আগস্ট থেকে অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত শিরোনামের মামলাগুলি শুনেছিল এবং রায় দেয় যে জমিটি ট্যাক্স রেকর্ড অনুযায়ী সরকারের ছিল এবং এটি একটি হিন্দু মন্দির নির্মাণের জন্য একটি ট্রাস্টের কাছে হস্তান্তর করার নির্দেশ দেয়।

প্রতি বছর রোমান ক্যাথলিকদের কেন্দ্রবিন্দু রোমের ভ্যাটিকান সিটিতে ৫০ লক্ষের ওপর পর্যটক আসেন। মক্কা ও মদিনার ক্ষেত্রে সংখ্যাটা ৩০ লক্ষের ওপর (সূত্র উইকিপিডিয়া)। ওয়াকিবহাল মহলের অনুমান অদূর ভবিষ্যতে ভ্যাটিকান ও মক্কার মত আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় শহরের আন্তর্জাতিক মর্যাদা পাবে অযোধ্যা।

অযোধ্যার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ভাবনা নতুন নয়। বেশ কয়েক বছর ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে চলছে এর প্রস্তুতি। অযোধ্যা শহরে ১০০ মিটার উঁচু রামের মূর্তি স্থাপন করা হবে। খরচ হবে ৩৩০ কোটি টাকা। সারা দেশ থেকে অযোধ্যাগামী ট্রেন চালু অনেক প্রস্তাব আগেই দিয়েছে কেন্দ্র। এ কারণে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে অযোধ্যা রেল স্টেশনে। একই সঙ্গে কেন্দ্র ও উত্তরপ্রদেশ সরকার যৌথ উদ্যোগে প্রদর্শশালা তৈরিরও উদ্যোগ নিয়েছে।

কিংবদন্তি রানী হিও হোয়াং-ওকের জন্মস্থান হিসাবে অযোধ্যাকে স্বীকৃতি দেয় দক্ষিণ কোরিয়া। ২০০১-এর মার্চে অযোধ্যা এবং গিমহায়ের দুই মেয়র 'ভগিনী শহর'-এর এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। অযোধ্যা রামের জন্মস্থান এবং নেপালের জনকপুর হল তাঁর স্ত্রী সীতার জন্মস্থান। ২০১৪ সালের নভেম্বরে অযোধ্যা এবং জনকপুর ভগিনী শহর হয়ে ওঠে। সরকার 'নিউ অযোধ্যা' নামে টাউনশিপ তৈরি হবে ৫০০ একর জমির উপরে সাড়ে ৩৫০ কোটি টাকা খরচে এই উপনগরী।

২০২১-এর ২৬ জুন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অযোধ্যার উন্নয়মূলক পরিকল্পনার পর্যালোচনা করেন। সেই সময়েই তিনি বলেন, এই শহরকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মনে করে জীবনে অন্তত একবার অযোধ্যা যাওয়া প্রয়োজন। তিনি জানান, একটি আধ্যাত্মিক কেন্দ্র, আন্তর্জাতিক পর্যটন স্থল এবং স্থিতিশীল স্মার্ট সিটির মধ্যে দিয়ে অযোধ্যার উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

অযোধ্যার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকাঠামোগত প্রকল্প, বিমানবন্দর, রেল স্টেশনের সম্প্রসারণ, বাসস্ট্যান্ড, সড়ক ও মহাসড়কের মতো বিভিন্ন পরিকাঠামোর প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে নির্দিষ্ট সময়রেখা ধরে। তীর্থযাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা, আশ্রম, মঠ, হোটেল এবং বিভিন্ন রাজ্যের ভবন তৈরির জন্য স্থান নির্বাচন সহ একটি গ্রীনফিল্ড টাউনশিপ হয়েছে। পর্যটকদের সুবিধার জন্য পর্যটন কেন্দ্র, আন্তর্জাতিক মানের সংগ্রহশালাও অযোধ্যায় গড়ে তোলা হয়েছে। আরও হবে। সরযূ নদী এবং তার ঘাটগুলির উন্নয়নের জন্য বিশেষ পরিকাঠামো নির্মাণ ও সরযু নদীতে নিয়মিত নৌকা বিহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সাইকেল চালক এবং পথচারীদের জন্য যথেষ্ট জায়গার ব্যবস্থা, স্মার্ট সিটি পরিকাঠামো ব্যবহার করে অত্যাধুনিক যানবাহন ব্যবস্থাপনা

মানব তত্ত্বের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে অত্যাধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। পর্যটক, তীর্থযাত্রী থেকে সকলেই এর সুফল ভোগ করবেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর কথায়, অদূর ভবিষ্যতে অযোধ্যার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডকে বজায় রাখতে হবে। অযোধ্যায় যে কর্মতৎপতা শুরু হয়েছে তার মধ্য দিয়ে পরবর্তী উন্নয়নমূলক উদ্যোগ এখনই শুরু করতে হবে। অযোধ্যার পরিচয় তুলে ধরার জন্য আমাদের সমষ্টিগতভাবে উদ্যোগী হতে হবে। এই স্থানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে উদ্ভাবনমূলক উপায়ে প্রকাশ করতে হবে।

অযোধ্যায় রামমন্দির ছাড়াও পর্যটক আকর্ষণের জন্য রয়েছে নানা স্থান। প্রধান আকর্ষণগুলোর মধ্যে আছে—

হনুমান গড়ি

অযোধ্যার মাঝখানে অবস্থিত ৭৬টি ধাপের উন্নীত এই মন্দির উত্তর ভারতের হনুমানজীর অন্যতম মন্দির চত্বর। প্রচলিত রীতি যে রাম মন্দির দেখার আগে প্রথমে ভগবান হনুমান মন্দিরে দর্শন করা উচিত। রাম যখন বনবাসে গিয়েছিলেন, তখন অযোধ্যার এই স্থানেই তাঁর জন্য দাঁড়িয়েছিলেন হনুমান।

রামকোট

রামকোট শহরের প্রধান উপাসনাস্থল, এবং প্রাচীন শহরের উঁচু ভূমিতে দাঁড়িয়ে প্রাচীন দুর্গের স্থান। যদিও সারা বছরই তীর্থযাত্রীরা এখানে আসেন, তবে বিশেষভাবে রাম জন্মের দিন 'রাম নবমী' উপলক্ষে এটি বিশ্বজুড়ে ভক্তদের আকর্ষণ করে। তিন শতাব্দী আগে কুলুর রাজা এখানে একটি নতুন মন্দির তৈরি করেছিলেন। ১৭৮৪ সালে ইন্দোরের মহারানী অহল্যাবাঈ হোলকার এটিকে উন্নত করেন। একই সময়ে সংলগ্ন ঘাটগুলি তৈরি হয়েছিল। কালো বেলেপাথরের প্রাথমিক প্রতিমাগুলি সারায়ু থেকে উদ্ধার করে নতুন মন্দিরে স্থাপন করা হয়েছিল। যা কালে-রাম-কা-মন্দির নামে পরিচিত। ছোট দেবকালী মন্দির হলেন দেবী ঈশানী বা দুর্গার, সীতার কুলদেবীর মন্দির।

তুলসী স্মারক ভবন

তুলসী স্মারক ভবন মহান সন্ত-কবি গোস্বামী তুলসীদাসজীর*প্রতি উৎসর্গীকৃত। তুলসী স্মারক ভবনটি ১৯৬৯ সালে তৈরি হয়েছিল। নিয়মিত প্রার্থনা সভা, ভক্তিমূলক পরিবেশনা এবং ধর্মীয় বক্তৃতা এখানে অনুষ্ঠিত হয়। কমপ্লেক্সটিতে আছে অযোধ্যা শোধ প্রতিষ্ঠান। সেখানে গোস্বামী তুলসীদাসের সাহিত্যের রচনাগুলির একটি বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে। প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত তুলসী স্মারক মিলনায়তনে রামলীলা পরিবেশিত হয়।

রাম কথা পার্ক

শহরের উত্তরে ঘর্ঘরা নদীর তীরে প্রায় ২ কিমি দীর্ঘ মন্দির-তট বেষ্টিত অঞ্চল। রামঘাট , রাম নাম আশ্রম , ভাগলপুর মন্দির এর প্রধান আকর্ষণ। এখানে একটি হল্ট স্টেশন রয়েছে।

কনক ভবন

মন্দিরটি ভারতের জনগণের পাশাপাশি বিদেশীদেরও বিশেষ আকর্ষণ করে। মন্দিরটি যে জায়গাটিতে অবস্থিত সেখান থেকে মনোমুগ্ধকর সূর্যোদয় এবং রোমাঞ্চকর সূর্যাস্ত সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়।

রাম কি পায়দি

রাম কি পাইদি হল সরযূ নদীর তীরে একাধিক ঘাট। নদী সম্মুখভাগ বিশেষ করে আলোকিত রাতে একটি অসামান্য পরিবেশ নিয়ে আসে। এগুলি ভক্তদের জন্য প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করে। যাকে বলা হয়, নদীতে ডুব দিয়ে তাদের পাপ ধুয়ে ফেলতে আসেন। এখানে প্রতি বছর দীপাবলি উৎসবে প্রদীপ জ্বালানো হয়। ২০২১ সালে প্রায় ৯.৪ লক্ষ প্রদীপ জ্বালিয়ে তা বিশ্বের বৃহত্তম তৈলবাতি প্রদর্শনের গিনেস রেকর্ড তৈরি হয়।

নেতাজীর আধ্যাত্মিক চেতনা ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম

প্রণবকান্তি মুখোপাধ্যায়

শৈশবকাল থেকে সুভাষচন্দ্রের মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ ঘটে। তিনি খুব শৈশবে একবার বাড়ি থেকে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যান। বেরিয়ে তিনি রামকৃষ্ণ মঠে আসেন। সেখানকার সন্ন্যাসীরা তাকে চিনতে পারেন, যে তিনি জানকীনাথ বসুর পুত্র ।তাঁরা সুভাষের উদ্দেশ্য বলেন, 'দেখ বাবা, তোমার কাজ সন্ন্যাসী হবার জন্য নয়। তুমি জন্মেছে দেশসেবার জন্য। তুমি বাড়ি ফিরে যাও। বাড়ি গিয়ে দেশ সেবা কর।'

নেতাজীর কাছে সর্বদাই তিনটি জিনিস থাকতো তা হল, এক গোছা তুলসীর মালা, একটা গীতা ও একজোড়া চশমা।

একবার আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন তাকে ডাক্তার প্রতিদিন একটা করে ডিম খাওয়ার নির্দেশ দেন। নেতাজী উত্তরে বলেন,' আমি যেদিন আমার সকল প্রিয় আজাদ হিন্দ বাহিনীর সকল সদস্যদের একটা করে ডিম খাওয়াতে পারবো, সেদিনই আমি ডিম খাবো।'

নেতাজী একদিন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বাড়িতে এসেছেন। দেশবন্ধু তখন খাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, 'সুভাষ, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে। শুনবে একটু?

সুভাষচন্দ্র বললেন, 'আপনি বলছেন আমি শুনবো না। বলুন কী কথা?'

বললেন, দেখো, আমাদের তিলক ফান্ডের জন্য এক লক্ষ টাকা প্রয়োজন। তাছাড়া তুমি তো জানো আমরা যে কোন মুহূর্তে অ্যারেস্ট হয়ে যেতে পারি! এই টাকাটা তোমাকে জোগাড় করে দিতে হবে।'

সুভাষচন্দ্র বললেন, 'আমার পক্ষে সেটা কী করে সম্ভব?'

দেশবন্ধু বললেন, 'খুবই সম্ভব।'

নেতাজী বললেন,' কী করে বলুন? '

বললেন, 'একটি মেয়ে আছে দেখতে সুন্দর। এম এ পাশ করা। ওরা এক লক্ষ টাকা দেবে। তোমাকে তাকে বিয়ে করতে হবে।'

নেতাজী বললেন, 'আমার তনু -মন-প্রাণ সমস্তই দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত। আপনারা আমাকে যা করতে বলুন করবো, কিন্তু বিয়ে আমি করতে পারবো না। আপনার জন্য প্রয়োজন হলে এক লক্ষ টাকা ভিক্ষে করে জোগাড় করে দেব। কিন্তু বিয়ে আমি করতে বলবেন না। আমি একজন দেশের সেবক, স্বাধীনতা সংগ্রামী। আমার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব নয়।

এই ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি শুধু স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন না, তিনি ছিলেন দেশের সম্পদ। নেতাজীর শুভ জন্মদিনে আমরা তাঁর প্রতি রাখি সশ্রদ্ধ প্রণাম।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ভাইকে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার দাদা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: জয়পুরের বালিগুমায় ৩৮ বছর বয়সের স্বপন মুর্মুকে রবিবার তাঁর দাদার বাড়ির উঠোন থেকেই অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করে জয়পুর থানার পুলিশ। এরপর তাঁকে জয়পুর প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক। প্রাথমিক ভাবে রিপোর্টে আঘাতের জেরেই মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে।

সূত্র মারফত জানতে পারা যায়, বালিগুমা গ্রামের বাসিন্দা পেশায় কৃষক শম্ভু মুর্মু ও স্বপন মুর্মু দুই ভাই। একই গ্রামে কিছুটা দূরত্বে দু'জনের বাড়ি। শম্ভুর বাড়ির কাছে তাঁদের একটি পৈত্রিক চাষের জমি রয়েছে। ওই জমিটি ছোট ভাই স্বপন বিক্রি করতে চাইছিলেন। তাতে অবশ্য তাঁর স্ত্রী আপত্তি করেন। সেজন্য তাঁকে মারধরও করা হয় বলে অভিযোগ। এরপরেই স্বপনের স্ত্রী তাঁর দুই সন্তানকে নিয়ে ভাসুরের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেন। সোমবার স্বপনবাবু বাড়িতে খরিদ্দারও ডেকে এনেছিলেন।

শুধু তাই নয়। জমি বিক্রির জন্য আধার কার্ডের প্রয়োজন। স্ত্রী তা লুকিয়ে দিয়েছেন অভিযোগে তাঁর দাদার বাড়িতে আসেন এবং আধার কার্ড চান। তাঁর স্ত্রী ওখানে নেই বলে জানানোয় তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়েন বলে দাবি। এরপরেই তাঁর দাদা, তাঁর স্ত্রী তাঁকে মারধর করেন বলে অভিযোগ। দীর্ঘ সময় বাড়ির উঠোনেই স্বপনবাবু জখম অবস্থায় পড়েছিলেন। পরে খবর পেয়ে পুলিশ গ্রামে যায়। স্বপনবাবুকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করে জয়পুর ব্লক প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে আসে।

স্বপনবাবুর মৃত্যুর ঘটনা চাউর হতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। সোমবার পুলিশ মৃতের স্ত্রী ও তাঁর দাদাকে থানায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। প্রাথমিক তদন্তে এবং ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে আঘাতের কারণে মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যায়। সোমবার পুলিশ নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে খুনের মামলা রুজু করে। মঙ্গলবার দাদা শম্ভু মুর্মুকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং তাঁকে বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে পাঠায়। পুলিশের পক্ষ থেকে তাঁকে হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয় আরও জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য।

রাম বিজেপির ভোট চাওয়ার নতুন রাস্তা, দাবি কাঁকসার তৃণমূল নেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বিজেপি ভোট চাওয়ার নতুন রাস্তা বার করেছে রামের মূর্তিকে সামনে রেখে, এমনটাই দাবি করলেন কাঁকসা ব্লক তৃণমূলের হিন্দি প্রকোষ্ঠ সংগঠনের জেলা সভাপতি।

এদিন রামমন্দির উদ্বোধন প্রসঙ্গে তাঁর দাবি, ধর্ম, ভাষা নিয়ে রাজনীতি করা ছাড়া বিজেপির কাছে আর কোনও পথ নেই। বিজেপি দল ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর এই দেশে ক্ষমতায় এসে সমস্ত কোম্পানি বিক্রি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দেশে একমাত্র বেঁচে আছে প্রভু শ্রী রামের মন্দির। যেভাবে রামের নামে উন্মাদনা শুরু হয়েছে বিজেপির। এবার প্রভু শ্রী রামের আস্থা এবং বিশ্বাস বিক্রির চেষ্টা চালাচ্ছে বিজেপি। তবে দেশের মানুষ ক্রমশই সচেতন হচ্ছেন। দেশের মানুষ এটা বুঝতে পেরেছেন যে তারা রামের প্রতি আস্থা এবং বিশ্বাস রাখেন কিন্তু বিজেপি যে রামকে নিয়ে এত উন্মাদনা দেখাচ্ছে সেই রাম তাঁদের না। সেটা বিজেপির রাম। বিজেপি ভোট চাওয়ার নতুন রাস্তা বার করেছে রামের মূর্তিকে সামনে রেখে।

সিল্টু ভুঁইয়ার দাবি, নিজের সুখ সুবিধা সমস্ত ত্যাগ করে দেশ স্বাধীন করার জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, ঠিক তেমনই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতাজির বিচারধারা অবলম্বন করে রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তের মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছেন। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও বাস্তবে এখনও অনেক বিষয়ে স্বাধীনতা মেলেনি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দেশের এবং রাজ্যের প্রতিটি মানুষের কাছে নেতাজির বিচারধারা তুলে ধরছেন।

কাঁকসা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের হিন্দি প্রকোষ্ঠ সংগঠনের পক্ষ থেকে পানাগড় বাজারে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ের সামনে নেতাজির ১২৮তম জন্মদিবস পালন করা হয়। এদিন নেতাজির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি নবকুমার সামন্ত, তৃণমূলের হিন্দি প্রকোষ্ঠ সংগঠনের জেলা সভাপতি সিল্টু ভুঁইয়া, ব্লকের হিন্দি প্রকোষ্ঠ সংগঠনের ব্লক সভাপতি কুলদীপ সিং, পশ্চিম বর্ধমান জেলার তৃণমূলের কিষান খেত মজদুর সংগঠনের জেলা সভাপতি জয়ব্রত বৈদ্য, তৃণমূল নেতা দেবদাস বক্সি, সন্দীপ মহল, তৃণমূল নেতা ভবানী ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা।

আচমকা সরকারি আবাসনে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোন্নগর: আচমকাই সরকারি আবাসনে আগুন। মধ্যরাতে আগুন লাগার ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায় আবাসনের বাসিন্দাদের মধ্যে। সোমবার রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ হঠাৎই আগুন লাগে কোন্নগর সিএস মুখার্জি স্ট্রিটের সরকারি কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে। এই সোসাইটির বি ব্লকের নীচের তলায় ইলেকট্রিক মিটার বক্স আছে। স্থানীয়রা জানান, সেই মিটার বক্সেই দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখা

যায়। এদিকে কনকনে ঠান্ডায় সেই সময় কমবেশি সকলেই নিজেদের ঘরে। হঠাৎ হইহই শুনে সকলে বেরিয়ে আসেন। বেরিয়ে এসে দেখেন এই দৃশ্য। ভয়ে ছোটাছুটি শুরু হয়ে যায়। খ বর দেওয়া হয় দমকলে। দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে প্রায় আধঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। যাতে কোনও বড় বিপদ না ঘটে তার জন্য সমস্ত আবাসিককে বাইরে বের করে আনা হয়।

শর্ট সার্কিটের কারণেই এই আগুন লেগে থাকতে পারে বলে দমকলের প্রাথমিক অনুমান। ঘটনায় সাময়িক ভাবে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করা হয় গোটা আবাসনকে। কোন্নগর আবাসনের চেয়ারম্যান জানান, হইহই শুনে ছুটে এসে দেখেন আগুন জ্বলছে। পাশেই কয়েকটা সাইকেল রাখা ছিল। আগুন ততক্ষণে সেইসব টায়ারেও ধরে যায়। সেগুলি ফাটতে থাকে। বাইক থাকলে আরও বড় বিপদ ঘটতে পারত বলে আবাসিকদের আশঙ্কা। কোন্নগর দমকলের এক অধিকারিক জানান, শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লাগে। পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগের ছিল। বিদ্যুৎ সংস্থাকে খবর দেওয়া হলে ওরা এসে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে। তারপর জল দিয়ে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করা যায়।

ট্রাকের ধাক্কায় মৃত ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: টিউশনি পরে বাড়ি ফেরার পথে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকার সময় ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক স্কুল ছাত্রীর। দেহ ময়নাতদন্ত হল বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। মৃত মহিলার নাম কাজল সাউ, বয়স ২১বছর। বাড়ি বিজয়রাম এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা যায়, সোমবার বেলা ১২টা থেকে সাড়ে বারোটা নাগাদ বর্ধমান রেলওয়ে ওভারব্রিজে দুর্ঘটনাটি ঘটে। তড়িঘড়ি তাকে টোটো করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

অর্জুন সিংয়ের উদ্যোগে রাস্তার উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আমডাঙা: রতনপুর অটো স্ট্যান্ড থেকে ১০ কাঠা হরিমন্দির পর্যন্ত রাস্তার উদ্বোধন হল। এই রাস্তা তৈরি হল স্থানীয় সাংসদ অর্জুন সিংয়ের উদ্যোগে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আমডাঙার বিধায়ক রফিকুর রহমান, পঞ্চায়েত প্রধান সাবিনা বিবি, পঞ্চায়েত উপপ্রধান ওমর আলি এবং সমাজসেবী মিরাজুল হক। রাস্তার উদ্বোধন করেন সাংসদ অর্জুন সিং স্বয়ং। রাস্তার কাজ শুরু হয় ২০২৩-এর ১৬ সেপ্টেম্বর। কাজ শেষ হয় ২০২৪-এর ২০ জানুয়ারি। রাস্তা তৈরিতে সাংসদ তহবিলের তরফ থেকে খরচ হয়েছে ৬০ লক্ষ টাকা।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী নিয়ে প্রদর্শনী উদ্বোধন উত্তরপাড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: আগামী ২৫ জানুয়ারি বাংলার নবজাগরণের অগ্রপথিক মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মদিন, তারই প্রাক্কালে উত্তরপাড়া পুরসভার উদ্যোগে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে 'রেখো মা দাসেরে মনে' শীর্ষক একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়।

উত্তরপাড়া পুরসভার পুরপ্রধান দিলীপ যাদব জানান, বাংলার নবজাগরণের অগ্রপথিক মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনের শেষ সময়টা কেটেছে আমাদের এখানকার বিখ্যাত জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরিতে, তাই উত্তরপাড়ার আপামর নাগরিকদের কাছে এটা একটা গর্বের বিষয়। পুরসভার শুধুমাত্র নাগরিকদের পুর পরিষেবা দেওয়াটা কাজ নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে এই শহরের কৃষ্টি সংস্কৃতি, বিশিষ্ট মানুষজনের জীবনই তাঁদের দেখানো পথ, এগুলোই তুলে ধরা আমাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে, তার জন্যই আমরা বাংলা তথা ভারতবর্ষের সুসন্তান মাইকেল মধুসূদন দত্তের ২০০ তম জন্মদিনটি বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আগামী ২৫ তারিখে তার দুশো তম জন্মদিনে আমরা নেতাজি ভবনেও যেমন একটা অনুষ্ঠান করব, তার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরিতেও যাব এবং সেখানে জীবনের শেষ সময়টা মাইকেল কাটিয়েছেন সেই কক্ষে গিয়ে আমরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করব। আমরা আশা করি আজ নেতাজি ভবনে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়

তলায় প্রদর্শনীতে তাঁর লেখা সমস্ত রচনাবলী যেমন স্থান পেয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনের শেষ সময়টা কী ভাবে তিনি কাটিয়েছেন সেই বিষয়গুলিও প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে, যাতে আগামী প্রজন্ম মাইকেল মধুসূদন সম্বন্ধে আরও বেশি করে জানতে পারেন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারেন তার জন্যই আমাদের উত্তরপাড়া পুরসভার পক্ষ থেকেই প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।'

এদিনের এই এই প্রদর্শনীতে মাইকেলের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সকাল থেকেই প্রচুর স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা ভিড় জমিয়েছিল নেতাজি ভবনে। তাঁর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থাবলী যেমন পড়েছেন তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনের কাহিনি সম্বলিত পোস্টারগুলো তাঁরা খুঁটিয়ে দেখে ছেন। এদিনের প্রদর্শনীতে আসা শিক্ষিকা বন্দনা সরকার জানান, এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে পুরসভা যে প্রয়াস নিয়েছে তাতে আগামী ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথা আরও বিস্তারিত ভাবে জানতে পারবেন।

উত্তরপাড়ার পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব জানালেন, ২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিন। ১৯৩৮ সালে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু উত্তরপাড়া পুরসভায় এসেছিলেন। আর সেই পুরসভা সংস্কার করে এখন সেখানে নেতাজি ভবন তৈরি করা হয়েছে তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে এই নেতাজি ভবনের একতলায় সত্যজিৎ রায়ের উপরে ও মৃণাল সেনের উপরে প্রদর্শনী শালা করা হয়েছে, দ্বিতীয় তলে উত্তরপাড়ার বিভিন্ন ইতিহাস এই প্রদর্শনীশালায় তুলে ধরা হয়েছে তৃতীয় ও চতুর্থ দলে মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রদর্শনী তুলে ধরা হয়েছে।

সকলকে সরিয়ে জাতীয় পতাকা তুলল ছোট্ট জিনিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: 'তোমরা সরো -আমি জাতীয় পতাকা তুলব' বলে তৃণমূলের এক অনুষ্ঠানে এসে জাতীয় পতাকা তুলল ছোট্ট জিনিয়া বাগ। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার উলুবেড়িয়ার রাজাপুর থানা এলাকার করাতবেড়িয়া নিমতলায় তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন পালন করা হয়। রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই রক্তদান শিবিরে ৭০ জন

রক্ত দেন বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু এদিন অনুষ্ঠানের শেষ লগ্নে দেখা যায় এক অভিনব ছবি। অনুষ্ঠানের অনুষঙ্গ হিসেবে এলাকার ছোট ছোট ছেলেদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। জিনিয়া ছিল এই অনুষ্ঠানের নৃত্যশিল্পী। জিনিয়ার বাবা অধিবাস বাগ হাওড়া জেলা পরিষদের সদস্য। জিনিয়া ক্লাস থ্রি তে পড়ে বলে জানিয়েছে। এদিন যখন অনুষ্ঠান প্রায় শেষ হতে চলেছে তখ ন ও জাতীয় পতাকা তোলা হয়নি দেখে জিনিয়া নিজেই এগিয়ে এল। বলাই বাহুল্য একরত্তির এ হেন আবদার হাসি মুখে মেনে নিলেন অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা বাণীবন অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুরজিৎ মণ্ডল। এগিয়ে এলেন সহযোগিতা করতে। উপস্থিত অন্যতম তৃণমূল নেতা ক্ষীপ্রতিম মণ্ডলও খুশি। এদিন অনুষ্ঠানের উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক ডাক্তার নির্মল মাজি। উপস্থিত ছিলেন, শ্রমিক নেতা দীপঙ্কর ঘোষ, পিন্টু মণ্ডল প্রমুখ।

তৃণমূল নেতার হুমকিতে প্রাণনাশের আশঙ্কার দাবি বিজেপি জেলা সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: পথসভা থেকে তৃণমূল জেলা সভাপতির হুমকি, প্রাণনাশের আশঙ্কার দাবি করে সাংবাদিক সম্মেলন বিজেপি জেলা সভাপতির। বনগাঁয় সংহতি যাত্রা শেষে পথসভা মঞ্চ থেকে বিজেপি জেলা সভাপতি দেবদাস মণ্ডলকে উদ্দেশ করে তৃণমূল জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস হুমকির সুরে বলেন, 'ওঁর এক্সপায়ারি ডেট দেখতে পাচ্ছি। আগামী চার-পাঁচ মাসের মধ্যে ওর এক্সপিয়ারি ডেট শেষ হয়ে যাবে। মিছিলের দিকটা যদি একটু ঘুরিয়ে দিতাম ওর জামা-প্যান্ট থাকত না। কেউ নেই ওর সঙ্গে।'

এরপরই মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলন করে তৃণমূল জেলা সভাপতিকে পালটা দিলেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বিজেপির সভাপতি দেবদাস মণ্ডল। তিনি বলেন, 'তৃণমূল জেলার সভাপতি আমাকে বাটার মোড়ে সভা থেকে হুমকি দিয়েছেন। আমি এবং আমার পরিবারের যদি কোনও অঘটন ঘটে তার জন্য দায়ী থাকবেন জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস। এক্সপায়ারি ডেট ভগবানের হাতে সেটা সবার জন্য। আপনার জন্য আমার জন্য।'

সাটসা, পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা শাখার ৭৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় সংগঠনের জেলা সম্পাদক প্রীতম নন্দী সাটসার কৃষি পুস্তিকার সংকলন তুলে দিচ্ছেন পরিবহণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল হাতে। উপস্থিত আছেন সাটসা, পশ্চিমবঙ্গের সহ সভাপতি মৃণাল কান্তি বেরা, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও সাধারণ সদস্যরা।

অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত মোবাইলের দোকান

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের জেরে ভস্মীভূত একটি মোবাইলের দোকান। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারির চোটখণ্ডে।

সোমবার রাত আনুমানিক সাড়ে ১১ নাগাদ মেমারির চোটখণ্ড ঝাপানতলায় স্টেট ব্যাঙ্কের পাশে তারা মা জেরক্স অ্যান্ড মোবাইল কমিউনিকেশন নামে একটি জেরক্স ও মোবাইলের দোকানে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। জানা গিয়েছে, এদিন রাতে স্টেট ব্যাঙ্কে বাইরে ডিউটি করছিলেন সিভিক ভলেন্টিয়াররা। দোকানের ভিতর থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেই তাঁরা মেমারি থানায় এবং অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্রে খবর দেন। আগুন লাগার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে হাজির হয় মেমারি থানার পুলিশ ও দমকলের একটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

খবর দেওয়া হয় দোকানের মালিক লক্ষণ মোহন্তকেও। খবর পাওয়া মাত্রই দোকানে আসেন দোকানের মালিক লক্ষণ মোহন্ত। দোকানের ভিতর জেরক্স মেশিন, প্রিন্টার মেশিনের পাশাপাশি একাধিক নামি দামী কোম্পানির মোবাইল, টিভি, অন্যান্য ইলেক্ট্রনিক্সের দ্রব্যসামগ্রী ও মোবাইল অ্যাক্সেসারিজ সহ বিভিন্ন কসমেটিকস দ্রব্য, ইমেটেশন জুয়েলারির দ্রব্যসামগ্রী পুড়ে যায় বলে দাবি। এছাড়া এই দোকানে নামিদামী কোম্পানির জুতোও বিক্রি করা হত এবং দোকানের ফার্নিচার সহ আগুনে প্রায় সব কিছুই পুড়ে যায় এবং দোকানের ব্যবহৃত একটি ল্যাপটপও আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত, সব মিলিয়ে প্রায় কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন দোকানের মালিক লক্ষণ মোহন্ত। তিনি জানিয়েছেন ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসাটিকে ভালো জায়গায় দাঁড় করিয়েছিলেন তিনি। এমন ঘটনার পর কী করে আবার ব্যবসা করবেন, কী করেই বা ব্যাঙ্কের ঋণ পরিশোধ করবেন তা বুঝে উঠতে পারছেন না। তবে আগুন লাগার প্রকৃত কারণ জানা যায়নি। তবে শর্ট সার্কিটের ফলে আগুন লাগেনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত দোকান মালিক লক্ষণ মোহন্ত, কেউ হিংসা করে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে বলে তাঁর অনুমান।

নেতাজির জন্মদিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৭তম জন্মদিবস পালন। মঙ্গলবার দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৭তম জন্মদিবস। গোটা দেশজুড়ে সম্মানের সঙ্গে পালিত হচ্ছে দিনটি। সেই মতো পূর্ব বর্ধমান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে বর্ধমান শহরের কোর্ট চত্বরে সকাল ৭টা নাগাদ অবস্থিত নেতাজির মূর্তিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে জন্মদিবস পালন করা হয়।

এদিন নেতাজির মূর্তিতেমূর্তিতে মাল্যদান করেন পূর্ব বর্ধমান জেলার জেলাশাসক পূর্ণেন্দু কুমার মাঝি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান উত্তর মহকুমা শাসক তীর্থঙ্কর বিশ্বাস, পূর্ব বর্ধমান জেলা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক রামশঙ্কর মণ্ডল সহ বিশিষ্ট অতিথিবর্গ। নৃত্য এবং গানে পালিত হয় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৭তম জন্মদিবস।

লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিজ লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: কেসিআই প্লাজা, ৫ম তল, ২৩সি, আশুতোষ চৌধুরি এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৯,
দূরভাষ নং. ৪০৫০-৬৩০০, ফ্যাক্স নং. ৪০৫০-৬৩৩৩ **ইমেল:** info@ludlowjute.com **ওয়েবসাইট:** www.ludlowjute.com
কর্পোরেট আইডেনটিটি নাম্বার (CIN) L65993WB1979PLC032394

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

₹প্রতি শেয়ার ডেটা ব্যতীত টাকার অঙ্ক লাখে

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৯৯৯৬	১২৫৮৪	১২৭৪২	৩৪৮৫১	৪০৬০৩	৫৪৭৫১
২.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ববর্তী)	(৩৩৫)	(৩২৩)	১৫৪	(৯৫০)	২৫৩	২১১
৩.	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমীএবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(৩৩৫)	(৩২৩)	১৫৪	(৯৫০)	২৫৩	২১১
৪.	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমীএবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(২৫১)	(২৪১)	১০৬	(৭১১)	১৮৪	১৩৪
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী কর এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় পরবর্তী সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) অন্তর্গত)	(১৯৩)	(১৮৩)	১৪৫	(৫৩৭)	৩০২	৩৪৬
৬.	ইকুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ₹ ১০/- প্রতিটি)	১০৮০	১০৮০	১০৮০	১০৮০	১০৮০	১০৮০
৭.	মজুত (পুনর্মূল্যায়িত মজুত, বিগত বর্ষের নিরীক্ষিত উদ্বর্তপত্রে উল্লিখিত মতো)	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	১৬৬৩০
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (ফেসভ্যালু ₹ ১০/-প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) (ক) মূল	(২.৩২)	(২.২৪)	০.৯৮	(৬.৬০)	১.৭০	১.২৪
	(খ) মিশ্রিত	(২.৩২)	(২.২৪)	০.৯৮	(৬.৬০)	১.৭০	১.২৪

দ্রষ্টব্য :
১. ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে কোম্পানির সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফল নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পুনরিক্ষীত এবং কোম্পানির পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত, ২৩ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের স্ব স্ব সভায় এবং এটির সীমায়িত পুনরীক্ষণ, বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ দ্বারা সম্পাদিত।
২. উপরেরটি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারসংক্ষেপ, যা বিএসই লিমিটেডে ফাইল করা হয়েছে, রেগুলেশন ৩৩ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস্, ২০১৫-র অন্যান্য প্রযোজ্য বন্দোবস্তাদির অধীনে। আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.ludlowjute.com) এ পাওয়া যাবে।
৩. বিগত সময়কালের রাশিসমূহ, যেখানে প্রয়োজন সেখানেই পুনশ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে।

পর্ষদের আদেশানুসারে
আশিস চন্দ্রকান্ত আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN-10198821

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৩.০১.২০২৪

বেগুন গাছে টমেটো এবং লঙ্কা ফলিয়ে তাক বাঁকুড়ার গাছপ্রেমীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বেগুন গাছেই ঝুলছে টমেটো, শুধু টমেটোই নয়, রয়েছে লঙ্কাও। বেগুন গাছে টমেটো এবং লঙ্কা ফলিয়ে তাক লাগালেন বাঁকুড়ার এক গাছপ্রেমী। একটি গাছ থেকেই তুলে নেওয়া যাবে বেগুন, টমেটো এবং লঙ্কা। এই পদ্ধতিকে বলে 'গ্রাফটিং'। একটি মাদার গাছের গায়ে লাগানো হয় অন্য গাছ। বাঁকুড়া জেলার মৌলা ডাঙার বাসিন্দা পান্নালাল রায়ের নিজের বাড়ির ছাদে এবং বাড়ি সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে তাঁর নার্সারি। একই গাছে গ্রাফটিং করতে করতে ক্রস গ্রাফটিং শুরু করেন তিনি। তারপরই বেগুন গাছে টমেটো এবং লঙ্কা তাঁর নতুন সৃষ্টি।

তাঁর দাবি, মোটেই সহজ নয় এই পদ্ধতি। একটি গাছের গায়ে অপর একটি গাছ লাগানোর অপারেশনটা করতে গেলে কিছু বিশেষ বিষয় মাথায় রাখতেই হবে, নয়তো সাফল্য আসবে না। পান্নালাল রায় জানান, ক্রস গ্রাফটিং করতে গেলে যে যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা হবে সেগুলি অবশ্যই বিশুদ্ধ (স্টেরিলাইজড) হতে হবে। গাছের ডাল একবারেই যেন কেটে যায় সেই জন্য অত্যন্ত ধারালো কাটার ব্যবহার করতে হবে। মাদার গাছের কোষের সঙ্গে অন্য গাছের ডাল যখ ন লাগানো হবে, তখন খেয়াল রাখ তে হবে যাতে এয়ার বাবেল না থাকে। বাঁকুড়ার বাগানপ্রেমী পান্নালাল রায় ভবিষ্যতে আরও বেশি করে গ্রাফটিং করতে চান। তবে গ্রাফটিং করতে প্রয়োজন পর্যাপ্ত সময়ের। বাঁকুড়ার এই ব্যক্তি একটি গাছে পুরো বেগুন ভর্তা বানানোর রেসিপি তৈরি করে রীতিমতো তাক লাগিয়েছেন।

পুরুলিয়ার কারখানায় ধুন্ধুমার, বিক্ষোভ থামাতে আহত আইসি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: কাজ সহ নানা দাবিতে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ১ নম্বর ব্লকের লছমনপুর এলাকায় শ্যাম স্টিলের নির্মীয়মাণ কারখানার গেটে বিক্ষোভ অবস্থান শুরু করেছিল স্থানীয় লোকাল অ্যান্ড ল্যান্ডলুজারস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন নামের একটি সংগঠন। আর সেই অবস্থান বিক্ষোভ তুলতে গিয়ে আন্দোলনকারীদের হাতে নিগৃহীত হল পুলিশ। মারধরে মাথা ফাটল রঘুনাথপুর থানার আইসি অর্ঘ্য মণ্ডলের। ঘটনায় একাধিক পুলিশকর্মী আহত হন।

রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পরে আইসিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওই ঘটনার পরে এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে পৌঁছন পুরুলিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অম্লান কুসুম ঘোষ ও রঘুনাথপুরের এসডিপিও অবিনাশ ভিমরাও যাধোয়ার সহ এলাকার একাধিক থানার আইসি, ওসিরা।

প্রসঙ্গত, সোমবার সকাল থেকে রঘুনাথপুর ১ নম্বর ব্লকের লছমনপুরে অবস্থিত শ্যাম স্টিল কারখানায় কাজের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় জমিদাতা লোকাল অ্যান্ড ল্যান্ডলুজারস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন নামের একটি সংগঠন। কারখানার মূল গেট আটকে তাঁরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। বিক্ষোভকারীদের দাবি ছিল, কর্মী নিয়োগের জন্য কারখানার ম্যানেজমেন্ট তাঁদের সঙ্গে বৈঠকে বসুক। কিন্তু ম্যানেজমেন্ট কোনও সাড়া না দেওয়ায় সোমবারের পর সেই আন্দোলনেই আবার তাঁরা মঙ্গলবার সকাল থেকে কারখানার গেট আটকে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করলে মঙ্গলবার সকালে রঘুনাথপুর থানার আইসি অর্ঘ্য মণ্ডল কারখানা ঘেরাও মুক্ত করতে গেলে আন্দোলনকারীরা ইট-পাথর ছুড়তে শুরু করেন পুলিশকে লক্ষ্য করে। রঘুনাথপুর থানার আইসি সেই সময় মাটিতে পড়ে যান। ওই অবস্থায় আন্দোলনকারীরা আইসির মাথা লক্ষ্য করে পাথর ছুড়লে তার আঘাতে আইসির মাথা ফেটে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে স্থানীয় রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আনা হয়।

এরপরই গোটা গ্রামে অভিযান নামে পুলিশ। বেশ কিছু পুরুষ ও মহিলাকে আটক করে রঘুনাথপুর থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। গ্রামে ঢুকে মারধরে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে ধরপাকড় শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পর অবশেষে কারখানার মূলগেট ঘেরাও মুক্ত করে পুলিশ। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে এদিন দুপুরে রঘুনাথপুর থানায় আসেন পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি পুরো ঘটনার খোঁজখবর নেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, রঘুনাথপুরের এসডিপিও সহ পুলিশ আধিকারিকদের কাছ থেকে। এদিন পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিকদের জানান, শ্যাম স্টিল কারখানায় ঢোকার জন্য শ্রমিকের বাধা দিচ্ছিলেন আন্দোলনকারীরা। পুলিশ খবর পেয়ে যায়। পুলিশ তাঁদের সেখান থেকে সরে যেতে বললে আন্দোলনকারীরা পুলিশের ওপর আক্রমণ শুরু করেন। বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী সহ রঘুনাথপুর থানার আইসি আহত হন। ঘটনার সঙ্গে জড়িতরা কোনও ভাবেই ছাড়া পাবেন না। ইতিমধ্যেই ঘটনায় পুরুষ ও মহিলা মিলে ১৩ জনকে আটক করা হয়েছে। ঘটনায় জড়িত বাকিদের সন্ধানেও তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে পুলিশ। দোষীদের প্রত্যেকেই গ্রেপ্তার করা হবে বলে জানান পুলিশ সুপার।

শংসাপত্র জাল করার অভিযোগে ধৃত তিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের শংসাপত্র জাল করার অভিযোগে তিন জনকে গ্রেপ্তার করল হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। তার মধ্যে একজন পুলিশকর্মী !

পাড়ায় সমাধান প্রকল্পের মাধ্যমেই সংশ্লিষ্ট এলাকার ব্লক প্রশাসনের কর্তারা প্রতিবন্ধীদের এই শংসাপত্র জাল চক্রের হদিস পান বলে জানা গিয়েছে। এরপরই তদন্তে নেমে তিন জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। মঙ্গলবার এই ঘটনাকে ঘিরে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর সালদহ গ্রামে শোরগোল পড়ে যায়।

পুলিশ ও স্থানীয় ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের একজনের নাম নুর আলম। তিনি মালদা পুলিশ লাইনে কর্মরত। তাঁর জামাইবাবু নাজিমুল হক এবং আর একজন মামুন আলি। এরা দীর্ঘদিন হাজার হাজার টাকার বিনিময়ে ধরে এই প্রতারণা চক্র চালাচ্ছিল বলে অভিযোগ।

রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর শালদহ গ্রামে পাড়ায় সমাধান প্রকল্পে এই প্রতারণা চক্রের পর্দাফাঁস করেন হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের বিডিও সৌমেন মণ্ডল। ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, গত সোমবার পাড়ায় সমাধান প্রকল্পে উপভোক্তারা তাঁদের সমস্যা নিয়ে এসেছিলেন। সেই সময় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন কয়েকজন উপভোক্তা ভাতার আবেদনের জন্য শংসাপত্র জমা দেন। সেই শংসাপত্র দেখেই সন্দেহ হয় বিডিওর। তারপর খতিয়ে দেখেই জানা যায় সেই শংসাপত্র গুলি জাল। তারপরেই সামনে আসে ওই চক্রের কুকীর্তি।

প্রশাসনের কাছ থেকে শংসাপত্রগুলি জাল হওয়ার কথা জানতে পেরেই অসন্তোষ ছড়ায় সংশ্লিষ্ট এলাকার গ্রামবাসীদের মধ্যে। এরপরই মঙ্গলবার নাজমুল হককে এলাকার মানুষ ধরে ফেলে। তারপরেই তাকে গ্রেপ্তার করে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। এরপর নুর আলম এবং মামুন আলিকেও গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েত, তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েত,বরুই গ্রাম পঞ্চায়েত সহ আশেপাশের বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘ এক বছর ধরে এই জাল চক্র চলছিল। হাজার হাজার মানুষ প্রতারিত হয়েছে। এমনকী বিশেষভাবে সক্ষম নন কিন্তু ভাতা পাওয়ার লোভ দেখিয়ে মোটা টাকার বিনিময়ে অনেককে জাল শংসাপত্র দিয়েছেন। কারোর কাছে ৩ হাজার আবার কারোর কাছে ৮ থেকে ১০ হাজার অভিযুক্তরা নিয়েছে বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার ধৃত ৩ অভিযুক্তকে চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। পাশাপাশি এই ঘটনার সঙ্গে আরো কেউ যুক্ত রয়েছে কিনা সে ব্যাপারেও তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শরীর মন সুস্থ রাখতে মাঠে ফিরে আসার বার্তা রেখে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিনে পদযাত্রা বের করে মনটা এফসি। সিউড়ি ইরিগেশন কলোনির মাঠ হতে সিউড়ি বাসস্ট্যান্ড হয়ে এই পদযাত্রা কলোনির মাঠে শেষ হয় ।

বীরভূম জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে সিধু কানহু মুক্তমঞ্চে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৭তম জন্মদিনে নেতাজির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছেন বীরভূমের জেলা শাসক বিধান রায়।

জন্মবার্ষিকীতে নেতাজির মূর্তি থেকে চশমা চুরি করে নিছক মজা !

নিন্দার ঝড় আরামবাগের গোঘাটে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: নিছক মজা!

কিন্তু তাই বলে নেতাজির মতো এক বিপ্লবী, স্বাধীনতা সংগ্রামীর জন্মবার্ষিকীতেও !

২৩ জানুয়ারি নেতাজি মূর্তিতে মালা দিতে গিয়ে গোঘাটের ব্যবসায়ীরা দেখেন খোয়া গিয়েছে চশমা। এর আগেও একই ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু এবার একেবারে নেতাজির জন্মজয়ন্তীতে। স্বাভাবিকভাবেই সকলের মেজাজের পারদ চড়ে যায়। এ নিয়ে মঙ্গলবার রীতিমতো হইচই পড়ে যায় আরামবাগের গোঘাটে।

জানা গিয়েছে, বিপ্লবী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন পালনের জন্য স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে গোঘাটের বলরামপুর এলাকায় যান। সেখানে গিয়ে দেখেন নেতাজির চশমা আবার চুরি হয়ে গিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা।

প্রায় তিন বছর আগে বলরামপুরে নেতাজির পুর্নবয়ব মূর্তি বসানো হয়। সেই মূর্তি থেকেই চশমা চুরি হয়ে গিয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রায়ই নেতাজির চশমা চুরি হয়ে যায়। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা চশমা কিনে পরিয়ে দেন। সন্ধ্যা নামলেই মানুষজন এলাকা ছাড়তে শুরু করেন। সেই সুযোগে এই সব বদমায়েশি করে কেউ।

স্থানীয়দের দাবি, সন্ধ্যার পর থেকে ওই এলাকায় পুলিশের টহলদারি চলুক।

বিপ্লবীর চশমা চুরি যাওয়া নিয়ে স্থানীয় যুবক ভোলানাথ মান্ডি বলেন, 'চশমা বার বার চুরি হচ্ছে। কিন্তু কেউ ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এটা বিপ্লবীকে অসম্মান করা হচ্ছে।'

গোঘাট ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সঞ্জিত পাখিরা বলেন, 'এটা কাম্য নয়। তিনি দেশের জন্য যে কাজ করে গিয়েছেন তা মুখে বলার নয়। তাঁর মর্যাদা রাখা প্রয়োজন। যারা নেতাজি সম্পর্কে বোঝে না তারা রাতের অন্ধকারে এই সব কাজ করছে। তাদের কাছে আবেদন দয়া করে এই কাজ করবেন না। একজন ব্লক সভাপতি হিসাবে নয়, একজন ভারতীয় নাগরিক হিসাবে তাঁর চশমা পড়িয়ে সম্মান জানাব।'

মাওবাদী পোস্টার উদ্ধারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: আবার মাওবাদী পোস্টার উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল পুরুলিয়ায়। মঙ্গলবার সকালে পুরুলিয়ার জঙ্গলমহল বলে পরিচিতি কোটশিলা থানার মুরগুমা এলাকা থেকে পোস্টারগুলি উদ্ধার হয়। এগুলি প্রথম দেখতে পান স্থানীয় মানুষজন। মূলত বাংলা ভাষায় লেখা পোস্টারগুলিতে সাদা কাগজে লাল কালিতে লেখা আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের জন্য পুনরায় হস্টেল খোলার দাবি জানিয়ে পোস্টার দেওয়া হয়। আদিবাসী মহিলা স্কুল ছাত্রীদের বের করানো হয়েছে পুনরায় হস্টেলের ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি ২৭ ও ২৮ জানুয়ারি বন্ধের ডাক দেওয়া হয়েছে ওই

পোস্টারে। নীচে লেখা রয়েছে সিপিআই মাওবাদী।

কোটশিলা থানার মুরগুমা এলাকায় পোস্টার পড়ার পর স্থানীয় মানুষজনের দাবি, রাতের অন্ধকারে এগুলি কেউ বা কারা লাগিয়ে গিয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ পোস্টারগুলিকে তুলে নিয়ে যায়। এই এলাকাগুলি একসময় ঘোর মাওবাদী এলাকা বলে পরিচিত ছিল। তবে গত কয়েক বছরে এই অঞ্চলে আর তেমন কোন মাওবাদী কার্যকলাপ দেখতে পাওয়া যায়নি। তাঁরা ঘুরে দেখেন বিভিন্ন এলাকাগুলি। তবে এবিষয়ে কোনও কিছু বলতে চাননি কোনও পুলিশ কর্তা।

তবে পুলিশের বিভিন্ন সূত্র থেকে অনুমান করা হচ্ছে যে, এই পোস্টারগুলি স্থানীয়রাই লাগিয়ে আবার মাও আতঙ্ক ছড়ানোর জন্যই এইসব কাজ করছে। তবে পুলিশ ঘটনাটি মোটেই হালকা চোখে না দেখে পোস্টারগুলি নিয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সূত্র ধরে খোঁজ চালিয়ে যাচ্ছে।

প্যাঙ্গোলিনের আঁশ পাচারের অভিযোগে ধৃত

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: বিরল প্রজাতির প্যাঙ্গোলিনের আঁশ পাচারের অভিযোগে বন দপ্তরের হাতে ধরা পড়ল দু'জন। ধৃত দুই ব্যক্তির নাম রামকুমার গিরি (৩৪), অনিল কুমার চৌধুরী (২৪)। ধৃত দু'জনেই আসানসোলের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট আসানসোল টেরিটোরিয়াল রেঞ্জের কর্মীরা অভিযান চালিয়ে আসানসোল কুমারপুর এলাকা থেকে পাচারের পথে এই দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের কাছ থেকে প্রায় আড়াই কিলো প্যাঙ্গোলিনের আঁশ উদ্ধার হয়েছে। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ৮ থেকে ১০ লক্ষ টাকা।

আসানসোল রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় পতি জানিয়েছেন, 'প্যাঙ্গোলিনের আঁশগুলি পাচারের জন্য লেনদেনের হিসাব করার কথা ছিল। গোপন সূত্রে আমরা এই পাচারের কথা জানতে পারি। পরে আসানসোলের কুমারপুর এলাকায় মোবাইল ট্রাকিংয়ের মাধ্যমে স্পট চিহ্নিত করে হাতেনাতে দু'জনকে প্যাঙ্গোলিনের আঁশ সহ আটক করা হয়। ধৃতদের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।'

নথিবিহীন গাছবোঝাই দু'টি ট্রাক্টর আটক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: নথিবিহীন গাছবোঝাই দু'টি ট্রাক্টর আটক করে বন দপ্তর। স্থানীয়দের দাবি, দিনের পর দিন বন দপ্তরের মদতেই চলছে গাছ পাচার।

বাঁকুড়ার কাঞ্চনপুর বিটের মধ্যে রয়েছে বেশ কয়েকটি ইউক্যালিপটাস ও সোনাঝুরির জঙ্গল। স্থানীয়দের দাবি, এই জঙ্গলগুলি থেকে গাছ কেটে দিনের পর দিন পাচার করছে একশ্রেণির কাঠ মাফিয়া। বারংবার বন দপ্তরকে জানানো হলেও বন দপ্তর সে অর্থে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। গ্রামবাসীদের দাবি, মাঝেমধ্যে চোরাই কাঠ বোঝাই গাড়ি বন দপ্তর আটক করলেও কোনও অজানা কারণে ধরার পরে পরেই সেই কাঠ বোঝাই গাড়িগুলি ছেড়ে দেয়।

তাঁদের অভিযোগ, এই ঘটনাগুলিতেই প্রমাণ হয় যে বন দপ্তরের একাংশের মদতেই এভাবে দিনের পর দিন গাছপাচার চলছে। পাচারকারীদের খপ্পরে পড়ে ক্রমশ

ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে জঙ্গল। যে বন দপ্তরের জঙ্গল রক্ষার দায়িত্ব সেই বন দপ্তরের এমন ভূমিকায় ক্ষুব্ধ এলাকার আপামর মানুষ। বন দপ্তর অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। বন দপ্তরের দাবি, গ্রামবাসীদের অভিযোগ ভিত্তিহীন। গাছপাচার রুখতে বন দপ্তর সক্রিয় থাকাতেই একশ্রেণির মানুষের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। তাঁরাই এই মিথ্যা অভিযোগ করছেন।

পক্ষীসুমারি মুকুটমণিপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: পক্ষীসুমারি হল বাঁকুড়ার রানি মুকুটমণিপুরে। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও বন দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে মুকুটমণিপুরের কংসাবতী জলাধারে পরিযায়ী পাখির সুমারি হল।

প্রসঙ্গত, প্রতি বছর শীতের এই দিনগুলিতে দেশ-বিদেশের অসংখ্য

পরিযায়ী পাখি মুকুটমণিপুরে আসে। স্বাভাবিক নিয়মে শীত শেষে তারা ফিরেও যায়। আর এখানে ওই সব পাখি অবস্থানকালে বেশ কয়েক বছর ধরে গণনার কাজ শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে মুকুটমণিপুর জলাধারের ওপর নৌকোয় চেপে ওই গণনার কাজ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়ার এডিএফও অসিতকুমার দাস, খাতড়ার রেঞ্জার সীতারাম দাস সহ বন দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকরা। এদিনের গণনায় প্রায় ১২ রকম প্রজাতির পাখির খোঁজ মিলেছে বলে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গ্রিন প্ল্যাটুর তরফে জানানো হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, পর্যটন কেন্দ্র মুকুটমণিপুরকে ঘিরে বার্ড ওয়াচিং ইকো ট্যুরিজম সেন্টার গড়ে তুলতে পক্ষী গণনার কাজ করছে বন দপ্তর। এদিনের গণনায় সরাল, রাঙামুড়ি, বালি হাঁস সহ বিভিন্ন প্রজাতির পাখি দেখা গিয়েছে। পক্ষী গননার ওই সংস্থার দাবি, বিগত বছরের তুলনায় এবছর মুকুটমণিপুরে আসা পাখির সংখ্যা কম। যে সমস্ত পরিযায়ী পাখির সন্ধান মিলছে না, তারা কেন আসছে না কারণ খতিয়ে দেখার পাশাপাশি মানুষজনদের মধ্যে সচেতনতাও গড়ে তোলা হবে বলে বন দপ্তর জানায়।

মেদিনীপুরে নেতাজি জন্মজয়ন্তী পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: পশ্চিম মেদিনীপুরে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৭তম জন্মদিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করেছে বিজেপি ও তৃণমূল। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে যথাযোগ্য মর্যাদায় নানান সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি পালিত হয়েছে। সকালে সাংসদ দিলীপ ঘোষ খড়গপুরের পুরাতন বাজার মোড়ে দলীয় কাউন্সিলরদের সঙ্গে জল দিয়ে নেতাজির মূর্তি ধৌত করেন। ঝাড়ু হাতে মূর্তির চারপাশ পরিষ্কার করার পর আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করেন।

মেদিনীপুর শহরের ৫নং ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস এবং শহর মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে স্থানীয় মহুয়া সিনেমা চকে যথাযোগ্য মর্যাদায় নেতাজির ১২৭তম জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি প্রতিভা মাইতি, জেলা যুব সভাপতি নির্মাল্য চক্রবর্তী, প্রাক্তন বিধায়ক প্রদুৎ ঘোষ, জেলা সভাপতি সুজয় হাজরা, সহ সভাপতি বিশ্বনাথ পাণ্ডব, তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেত্রী সুকৃতি হাজরা সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠান শেষে এলাকার শতাধিক শিশুকে ফল বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শহর মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী তথা ৫ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মউ রায়।

উত্তরপাড়ায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তির উন্মোচন করলেন উত্তরপাড়ার পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব। ছবি:: বনস্পতি দে

ইসিএল কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: মঙ্গলবার বিকেলে ক্ষতবিক্ষত ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল খনি অঞ্চল চনচনি এলাকায়। মৃতদেহ উদ্ধার করল অণ্ডাল থানার উখড়া ফাঁড়ির পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মৃতের নাম এতোয়ারি মিঞা (৫৯)। ইসিএলের চনচনি কোলিয়ারির কর্মী ছিলেন। কোলিয়ারি এলাকায় থাকতেন। মৃতের পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, এতোয়ারি রবিবার সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরেননি। সেদিন রাতে পরিবারের পক্ষ থেকে উখড়া পুলিশ আউট পোস্টে নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। সূত্র মারফৎ জানা যায়, এদিন বিকেলে সুভাষপল্লি এলাকায় একটা জঙ্গলে গাছের ডালে ঝুলন্ত অবস্থায় এতোয়ারির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করা হয়েছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এটা একটা অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা নাকি হত্যা ময়নাতদন্তের পরই তা পরিষ্কার হবে।

সমস্যার সমাধান-জনসংযোগ কর্মসূচিতে বহু আধিকারিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: প্রত্যন্ত এলাকার মানুষদের সরকারি ও সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে শুরু হয়েছে সমস্যা সমাধান ও জনসংযোগ কর্মসূচি। এদিন জেলার জঙ্গলমহলের রানিবান ব্লকের প্রত্যন্ত এলাকা 'কতরো' নামে এক সবরপাড়ায় এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক খাতরা মহকুমাশাসক সহ রানিবান বিডিও সহ অন্যান্যরা। এ প্রসঙ্গে খাতড়া মহকুমাশাসক নেহা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা বিশেষ করে যে সমস্ত গ্রামের ৫০০ জনেরও বেশি মানুষ বসবাস করে, সেসব গ্রামে বিভিন্ন আধিকারিক সহ সরকারি কর্মচারীরা কর্মসূচির মাধ্যমে উপস্থিত হচ্ছেন গ্রামের মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন এবং যে সমস্ত মানুষরা এখনও সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত রয়েছে। তারা যাতে সেই সুযোগ পায়, তার জন্য ফর্ম ফিলাপ করে জমা দিচ্ছেন। পাশাপাশি গ্রামের রাস্তাঘাট কেমন গ্রামের বিভিন্ন বিষয়ে অসুবিধা বা সমস্যা থেকে থাকলে তার সমাধানের চেষ্টা করা হবে বলে জানান তিনি এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে।

মোহন ভাগবতের মুখে নেতাজির স্তুতি, বারাসাতে পালন জন্মজয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের মুখে নেতাজির বন্দনা। বললেন, 'আমরা ২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিন পালন করি। এরকম অনেক মহাপুরুষের জন্মদিন আমরা পালন করে থাকি। আজকে ভারতে বিভেদের রাজনীতি তৈরি হয়েছে, ওটা হাটানোর জন্য আমাদের কাজ করতে হবে। আধুনিক ভারত গঠনের নেতাজি সুভাষচন্দ্রের নাম রয়েছে। আমাদের মধ্যে যে ক্ষুদ্রতা আছে সেটা দূর করতে হবে।' তাঁর অভিমত, নেতাজির স্বপ্ন সফল হয়নি। আমাদের উচিত তাঁর সেই স্বপ্নকে সফল করে দেখানো।

মঙ্গলবার বিকেলে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসাতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এমনই মন্তব্য করেন ভাগবত। বক্তব্যের শুরুতেই নেতাজির গলায় মালা দিয়ে তাকে শ্রদ্ধা জানান। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন 'আমরা জানি নেতাজির স্বপ্ন অধরা রয়ে গিয়েছে, কিন্তু সেই স্বপ্ন কে পূরণ করবে? উনি জানতেন এই স্বপ্ন একার পক্ষে করা সম্ভব নয়। আমরা সেই স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে এগোচ্ছি।'

ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীকে ফের তলব ইডির !

জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দেওয়া হল ২টি তারিখ

রাঁচি, ২৩ জানুয়ারি: ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে আবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। আর্থিক দুর্নীতি মামলায় ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার নেতাকে আগামী ২৭ জানুয়ারি এবং ৩১ জানুয়ারি ডেকে পাঠানো হয়েছে ইডির অফিসে।

গত শনিবার প্রায় সাত ঘণ্টা ধরে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা। শনিবার ইডির জিজ্ঞাসাবাদের পর সোরেন তাঁর সমর্থকদের উদ্দেশে বলেন, 'আপনারা চিন্তা করবেন না। ঘাবড়াবেন না। মাথা উঁচু করে থাকুন।' তিনি আবারও একে ষড়যন্ত্র বলে অভিযোগ করে বলেন, 'আমি আপনাদের নিশ্চিত করছি যে, ওরা গুলি চালালে প্রথম যে ব্যক্তি বুক পেতে দেবে, সেটা আমি।'

তার আগে ইডির সাত বারের তলব এড়িয়েছেন সোরেন। এখন ইডির বক্তব্য, রাঁচিতে ৭.১৬ একর একটি জমির মালিকানার বিষয়ে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীকে কিছু প্রশ্ন করতে চায় তারা। অভিযোগ উঠেছে, ওই জমি বেআইনি ভাবে দখল করা হয়েছে। আদতে সেটা সেনার জমি ছিল। এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য অস্পষ্ট বলে দাবি করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট জমি দুর্নীতিকাণ্ডে ইতিমধ্যে ১৪ জন গ্রেপ্তার হয়েছেন। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন ছবি রঞ্জন নামে এক আমলা, অমিত আগরওয়াল এবং বিষ্ণু আগরওয়াল নামে দুই ব্যবসায়ী। ওই দুই ব্যবসায়ী বিতর্কিত জমির উপর শপিং মল তৈরি করেছেন। এর আগে আর্থিক তছরুপ বিরোধী আইন (পিএমএলএ)-এর আওতাধীন মামলায় সোরেনের বয়ান রেকর্ড করানোর জন্য তলব করা হয়েছিল। কিন্তু ইডির সেই তলবকে বেআইনি বলে দাবি করেছিলেন তিনি। ইডি তখন নোটিস পাঠিয়ে জানিয়েছিল, বয়ান রেকর্ডের জন্য শেষ বারের মতো হাজিরা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। নোটিস পাওয়ার সাত দিনের মধ্যে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে দপ্তরে হাজিরা দিতে হবে। কিন্তু তাতেও সাড়া না দেওয়ার অভিযোগ ওঠে সোরেনের বিরুদ্ধে।

জয় দেহাদ্রাইকে ডেকে পাঠাল সিবিআই

নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারি: 'অর্থের বিনিময়ে প্রশ্ন' মামলায় এ বার প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের প্রাক্তন বন্ধু জয় অনন্ত দেহাদ্রাইকে তলব করল সিবিআই। আগামী বৃহস্পতিবার দুপুর ২টোয় তাঁকে লোদি রোডের সিবিআই দপ্তরে হাজির হতে বলা হয়েছে। দেহাদ্রাইকে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যাবতীয় তথ্যপ্রমাণ নিয়ে তাঁকে সিবিআইয়ের সামনে হাজির হতে হবে।

চিঠির বিষয়বস্তু হিসাবে বলা হয়েছে, 'মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে প্রাথমিক তদন্ত'-এর জন্যই এই তলব। তাই মনে করা হচ্ছে, 'অর্থের বিনিময়ে প্রশ্ন' মামলাতে দেহাদ্রাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

মহুয়ার প্রাক্তন বন্ধু দেহাদ্রাইয়ের নাম করে একটি বিস্ফোরক অভিযোগ করেছিলেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। স্পিকার ওম বিড়লাকে লেখা চিঠিতে তিনি অভিযোগ করেন, 'টাকার বিনিময়ে' সংসদে প্রশ্ন করেছেন মহুয়া। তা নিয়ে তোলপাড় পড়ে যায়। দুবে জানান, দেহাদ্রাই তাঁকে যে চিঠি দিয়েছেন, তার উপর ভিত্তি করেই তিনি এই অভিযোগ করছেন। দুবের দাবি, মহুয়া যে প্রশ্ন করার বিনিময়ে ব্যবসায়ী হীরানন্দানির কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা নিয়েছেন, এ ব্যাপারে দেহাদ্রাইয়ের কাছে অকাট্য প্রমাণ রয়েছে। যদিও গোটা বিষয়টিকেই মনগড়া বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন মহুয়া। দুবে এবং দেহাদ্রাইকে আইনি নোটিসও পাঠান তিনি। দুবে জানান, মহুয়ার বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে জাতীয় লোকপাল। তার আগে থেকেই মহুয়ার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে সিবিআই তদন্তের দাবি তুলছিলেন দুবে এবং দেহাদ্রাইরা। প্রসঙ্গত, 'লোকাযুক্ত এবং লোকপাল আইন, ২০১৩' অনুসারেই তলবি চিঠি দেওয়া হয়েছে দেহাদ্রাইকে।

মহুয়াকে নিয়েই হবে প্রশ্ন

তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত হচ্ছে জেনে মহুয়া বলেছিলেন, 'সিবিআই কি বেকার? আদানিদের ১৩ হাজার কোটি টাকার কয়লা কেলেঙ্কারি নিয়ে এফআইআর ফাইল করছে না কেন সিবিআই?' একই সঙ্গে তিনি বলেন, 'জাতীয় সুরক্ষা? আদানি এন্টারপ্রাইজের আসল মালিক কে? বিদেশি বিনিয়োগকারী, যার মধ্যে চিন এবং আরব আমিরশাহির নাগরিক রয়েছেন, তাঁরা দেশের সব বন্দর কিনে নিচ্ছেন আর ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ছাড়পত্র দিচ্ছে! জাতীয় সুরক্ষার এই বিষয়টা আগে দেখা হোক। তার পরে আমার কত জোড়া জুতো তা যদি গুনতে চায় সিবিআই, তা হলে আমি স্বাগত জানাচ্ছি।'

ব্ল্যাকবেরিসের সংবর্ধনা

নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারি: চতুর্থ প্যারা অলিম্পিক গেমস ২০২২ -এ ১১১টি মেডেল পেয়েছে ভারত। এই উপলক্ষে ইন্ডিয়ান মেনসওয়্যার ব্ল্যাকবেরিস নয়াদিল্লিতে ভারতীয় পদকজয়ীদের সংবর্ধনা দিয়েছে। প্যারালিম্পিক কমিটির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ব্ল্যাকবেরিস 'কিপ রাইজিং' নামক এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল।

গাজায় ২৪ ঘণ্টায় নিহত ১৯০

দুটি হাসপাতাল দখল ইজরায়েলের

গাজা সিটি, ২৩ জানুয়ারি: গাজায় ক্রমেই বাড়ছে যুদ্ধের ঝাঁজ। বেশ কয়েকদিন হল গাজা ভূখণ্ডে ঢুকে পড়েছে ইজরায়েলি সেনা। এর পর থেকেই হামাসের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষের পারদ ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। গত ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণ গাজায় অন্তত ১৯০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রকের। তেল আভিভের লক্ষ্য দক্ষিণ গাজার খান ইউনিসকে দখল করে ফেলা। ইতিমধ্যেই দুটি হাসপাতাল তাদের দখলে চলে গিয়েছে বলে খবর।

এদিকে ইজরায়েলি সেনার তরফে জানানো হয়েছে, গাজায় প্রাণ হারিয়েছেন ইজরায়েলের ২১ জন সেনা। আইডিএফের প্রধান মুখপাত্র ড্যানিয়েল হাগারি দাবি করেছেন, একটি রকেট থেকে ছোড়া গ্রেনেড দুটি বাড়ির কাছাকাছি থাকা একটি ট্যাংকে আছড়ে পড়ে। তাতেই মারা যান এতজন সেনা। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। এদিকে খান ইউনিসের আল-খয়ের হাসপাতাল চলে গিয়েছে ইজরায়েলি সেনার দখলে। এছাড়াও আরও একটি হাসপাতাল সেনার হাতে চলে এসেছে। এহেন পরিস্থিতিতে দক্ষিণ গাজায় ইজরায়েলি সেনা ঢুকে পড়ার পরে সাধারণ মানুষ শহরটি ছেড়ে আরও দক্ষিণ চলে গিয়েছেন।

উল্লেখ্য, গত ৭ অক্টোবর ইজরায়েলের বুকে বেনজির হামলা চালায় প্যালেস্টাইনের জঙ্গি গোষ্ঠী হামাস। ওই আক্রমণে মৃত্যু হয় ১২০০ জন ইজরায়েলির। জঙ্গিদের হাতে পণবন্দি হন ২৪০ জন। গত নভেম্বর মাসে সাময়িক যুদ্ধ বিরতিতে মুক্ত হয়েছিলেন ১০৫ জন। কিন্তু এখনও বন্দি রয়েছেন শতাধিক। ইহুদি দেশটির হামলায় এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ২৪ হাজারের উপর প্যালেস্তিনীয়র।

ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত ৩ রেলকর্মী

পালঘর, ২৩ জানুয়ারি: সিগন্যাল মেরামত করার সময় ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হল তিন রেলকর্মীর। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলার বাসাইয়ের কাছে।

পশ্চিম রেল সূত্রে খবর, মৃতেরা হলেন চিফ সিগন্যালিং ইনস্পেক্টর বাসু মিত্র, তিনি ভায়ান্দরের বাসিন্দা। এ ছাড়াও মৃত্যু হয়েছে বাসাই রোডের বাসিন্দা ইলেক্ট্রিক্যাল সিগন্যালিং মেনটেনার সোমনাথ উত্তম লাম্বুত্রে এবং তাঁর সহযোগী সচিন ওয়াংখেড়ের। এঁরা সকলেই পশ্চিম রেলের মুম্বই ডিভিশনের সিগন্যালিং বিভাগের কর্মী।

রেল জানিয়েছে, সোমবার রাতে ভাসাই রোড এবং নয়গাঁও স্টেশনের মাঝে সিগন্যালে সমস্যা হচ্ছিল। ফলে ট্রেন চলাচল বিঘ্নিত হয়। সিগন্যাল ঠিক করতে সেখানে গিয়েছিলেন বাসু, সোমনাথ এবং সচিন। তাঁরা যখন সিগন্যাল ঠিক করছিলেন সেই সময় চার্চগেটের দিকে একটি লোকাল ট্রেন যাচ্ছিল। সেই ট্রেনেই ধাক্কা লাগে তিন জনের। তাঁরা ছিটকে পড়েন কয়েক হাত দূরে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছিল তাঁদের। স্থানীয়রাই দেখতে পেয়ে ভাসাই স্টেশনে খবর দেন। তার পর তিন জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকেরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন।

কী ভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পশ্চিম রেল জানিয়েছে। মৃতদের পরিবারকে ৫৫ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিয়েছে রেল।

মালদ্বীপে আসছে চিনা নজরদারি জাহাজ !

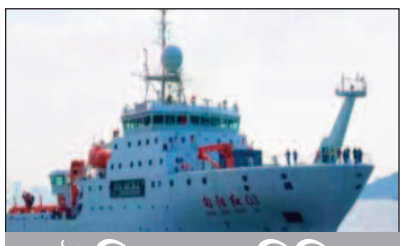

মালে, ২৩ জানুয়ারি: অতীতে নয়াদিল্লির চাপে শ্রীলঙ্কা জায়গা দেয়নি। এবার ভারতকে প্যাঁচে ফেলতে মালদ্বীপে ঘাঁটি গাড়তে চলেছে চিনা নজরদারি জাহাজ। 'শিয়াং ইয়াং হং-৩' নামের ওই জাহাজটি ইতিমধ্যে দক্ষিণ চিন সাগর হয়ে মলাক্কা প্রণালী পেরিয়ে সুন্দা প্রণালীতে পৌঁছে গিয়েছে। এনডিটিভির প্রতিবেদন অনুযায়ী, আগামী ৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে জাহাজটি মালদ্বীপের রাজধানী মালেতে পৌঁছবে। মহম্মদ মুইজ্জুর দেশে চিনা নজরদারি জাহাজের এহেন গতিবিধি তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। গোটা ঘটনায় উদ্বিগ্ন নয়াদিল্লি।

উদ্বিগ্ন নয়াদিল্লি

লাক্ষদ্বীপে মোদির সফরের পরেই মালদ্বীপ-ভারত অশান্তি শুরু হয়। দুই দেশের নাগরিকদের মধ্যে টুইট তর্জা শুরু হয়। যাতে জড়িয়ে পড়েন মালদ্বীপের শাসক দলের নেতারাও। তাঁরা প্রকাশ্যে ভারতবিরোধী মন্তব্য করেন। ওই ঘটনায় দুই দেশের রাষ্ট্রদূতকে তলব করে উভয়পক্ষ। একই সময়ে চিন সফরও করেন মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মুইজ্জু। কূটনৈতিক টানাপড়েনের এই আবহে চিনা গুপ্তচর জাহাজের মালদ্বীপে আগমন নাটকীয় মোড় আনতে পারে দুই দেশের সম্পর্ক। যেখানে তৃতীয় পক্ষ চিনের উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ।

মধ্যরাতে চিনে জোরাল ভূমিকম্প, কেঁপে উঠল দিল্লি-সহ এনসিআর

নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারি: ফের কেঁপে উঠল দিল্লি ও সংলগ্ন অঞ্চল। রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার দিনই, সোমবার মধ্যরাতে জোরাল ভূমিকম্প অনুভূত হয় রাজধানীতে। মূলত, চিনে ভূমিকম্প হয় এবং তারই প্রভাব পড়ে দিল্লি-সহ এনসিআর অঞ্চলে। কম্পন অনুভূত হয়েছে প্রতিবেশী পাকিস্তান, আফগানিস্তানেও। এই নিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে দু-বার কেঁপে উঠল দিল্লি।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাত ১১টা ৩৯ মিনিট নাগাদ ভূমিকম্প হয় চিনের দক্ষিণ শিনজিয়াংয়ে। রিখটার স্কেলে কম্পনের তীব্রতা ছিল ৭.২। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল চিন সীমান্তের কাছে দক্ষিণ শিনজিয়াংয়ে ভূপৃষ্ঠ থেকে ৮০ কিলোমিটার গভীরে।

চিনে জোরাল ভূমিকম্প হলেও এবং তার প্রভাব দিল্লি-সহ আশপাশের এলাকায় পড়লেও হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর নেই। তবে শিনজিয়াংয়ে যেমন আতঙ্কে মাঝরাতেই বাড়ি ছেড়ে বাইরে পড়েন সাধারণ মানুষ, তেমনই আতঙ্ক ছড়িয়েছে দিল্লিতেও। জোরাল কম্পন অনুভূত হয়েছে সেখানে। ভূমিকম্পের জেরে সিলিং থেকে ঝোলানো আলো, পাখা কেঁপে ওঠার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে।

প্রসঙ্গত, সোমবার রাত সওয়া ১১ নাগাদ প্রথমে ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে উজবেকিস্তান। তার ৩০ মিনিট পর আফটার শকে কেঁপে ওঠে চিন থেকে দিল্লি। এর সপ্তাহ খানেক আগে, গত বৃহস্পতিবার দুপুরে জোরাল ভূমিকম্প হয় আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ পার্বত্য অঞ্চলে। রিখটার স্কেলে কম্পনের তীব্রতা ছিল ৬। সেই ভূমিকম্পেও প্রতিবেশী পাকিস্তান থেকে কেঁপে উঠেছিল কাশ্মীর, দিল্লি-সহ উত্তর ভারত। পরপর এই ভূমিকম্পে স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক বাড়ছে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Tender Notice

Following four E-tender notice are hereby invited on behalf of Prodhan, Anishmali GP, Vill- Baliadanga, P.O-Eruli, Dist- Nadia vide **NIT No- 11 (e), 12(e). 13(e) and 14(e)/ Anish/ 15th CFC/2023-24, Dated: 19/01/2024.** Last date of submission tender documents on **01/02/2024.** Details information are available in **www.etender.wb.nic. in**

Sd/- Prodhan
Anishmali Gram Panchayat
Vill- Baliadanga, P.O.- Eruli,
Dist.: Nadia

BANASHYAMNAGAR GRAM PANCHAYAT
Pathrprtima Block, District South 24 Parganas
ABRIDGED NIT

On behalf of Banashyamnagar Gram Panchayat of Patharpratima Block under south 24 parganas dist. invites bids for Construction of BP Road **NIT No 53/BNGP/5ths fc/Untied/2024 1 Nos @ 293452/- 1 Nos tube well 54/BNGP/Tied/2024 nos @ 201139/-.** The Estimated Cost excluding GST & L. Cess. The period of bid submission is **10:00 AM** of 24th Jan. **2024 to 10:00 AM of 5th Feb 2024.** For details please visit to **wbtenders.gov.in.**

S/D Pradhan,
Banashyamnagar Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

নং. সি৮-জিএমইউ-(ডি-ই)-এএসএন-২০২৪, আসানসোল, তারিখ ১৯.০১.২০২৪
ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার/আইসি, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক আসানসোল ডিভিশনে মড্যুলার ক্যাটারিং স্টলগুলির ব্যবস্থার জন্য আইআরইপিএস পোর্টাল ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এর মাধ্যমে ওপেন ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে। যার বিশদ বিবরণ নিম্নরূপঃ **(১) অকশন ক্যাটালগ নং. সিএটিজি-জিএমইউ-২৪-১। এসইকিউ নং., লট নং./ক্যাটাগরী এবং কাজের বিবরণ** যথাক্রমেঃ- **এএ/১**; সিএটিজি-এএসএন-ওওয়াইআর-জিএমইউ-২২-২৩-১; ওয়ারিয়া রেলওয়ে স্টেশনে (ক্যাটাগরী ই) প্ল্যাটফর্ম নং ১-২-এ জেনারেল মাইনর ইউনিটের অধীনে মডুলার ক্যাটারিং স্টল ১০' x ৬' (৬০ বর্গফুট)-এর মাধ্যমে ০৫ বছরের জন্য ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। **এএ/২**; সিএটিজি-এএসএন-ডিইউএমকে-জিএমইউ-৭৫-২৩-১; দুমকা রেলওয়ে স্টেশনে (ক্যাটাগরী ই) প্ল্যাটফর্ম নং ২-৩-এ, ফুট ওভারব্রিজের কাছে প্ল্যাটফর্ম শেডের নিচে জেনারেল মাইনর ইউনিটের অধীনে মডুলার ক্যাটারিং স্টল (সাইজঃ ১০' x ৬' = ৬০ বর্গফুট)-এর মাধ্যমে ০৫ বছরের জন্য ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। **এএ/৩**; সিএটিজি-এএসএন-এসটিএল-জিএমইউ-৭৬-২৩-১; সিমুলতলা রেলওয়ে স্টেশনে (ক্যাটাগরী ডি) ডাউন প্ল্যাটফর্মের শেডের নিচে জেনারেল মাইনর ইউনিটের অধীনে মডুলার ক্যাটারিং স্টল (সাইজঃ ১০' x ৬' = ৬০ বর্গফুট)-এর মাধ্যমে ০৫ বছরের জন্য ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। **এএ/৪**; সিএটিজি-এএসএন-এসটিএল-জিএমইউ-৭৩-২৩-১; সিমুলতলা রেলওয়ে স্টেশনে (ক্যাটাগরী ডি) আপ প্ল্যাটফর্মের শেডের নিচে জেনারেল মাইনর ইউনিটের অধীনে মডুলার ক্যাটারিং স্টল ১০' x ৬' (৬০ বর্গফুট)-এর মাধ্যমে ০৫ বছরের জন্য ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। **এএ/৫**; সিএটিজি-এএসএন-বিএসকেএইচ-জিএমইউ-২-২২-১; বাসুকীনাথ রেলওয়ে স্টেশনে (ক্যাটাগরী ই) প্ল্যাটফর্ম নং.১-এর প্ল্যাটফর্ম শেডের নিচে ওয়াটার বুথের সামনে জেনারেল মাইনর ইউনিটের অধীনে মডুলার ক্যাটারিং স্টল ১০' x ৬' (৬০ বর্গফুট)-এর মাধ্যমে ০৫ বছরের জন্য ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। **ই-অকশনের তারিখঃ** এসইকিউ নং. এএ/১ থেকে এএ/৫ পর্যন্ত ০৫.০২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টায়। **(২) অকশন ক্যাটালগ নং. সিএটিজি-জিএমইউ-২৪-২। এসইকিউ নং., লট নং./ক্যাটাগরী এবং কাজের বিবরণ** যথাক্রমেঃ- **এএ/১**; সিএটিজি-এএসএন-সিএএম-জিএমইউ-৬৭-২৪-১; ছোটা আম্বোনা রেলওয়ে স্টেশনে (ক্যাটাগরী ই) ডাউন প্ল্যাটফর্মে জেনারেল মাইনর ইউনিটের অধীনে মডুলার ক্যাটারিং স্টল (সাইজঃ ১০' x ৬' = ৬০ বর্গফুট)-এর মাধ্যমে ০৫ বছরের জন্য ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। **এএ/২**; সিএটিজি-এএসএন-সিএএম-জিএমইউ-৬৭-২৪-১; ছোটা আম্বোনা রেলওয়ে স্টেশনে (ক্যাটাগরী ই) আপ প্ল্যাটফর্মে জেনারেল মাইনর ইউনিটের অধীনে মডুলার ক্যাটারিং স্টল (সাইজঃ ১০' x ৬' = ৬০ বর্গফুট)-এর মাধ্যমে ০৫ বছরের জন্য ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। **ই-অকশনের তারিখঃ** এসইকিউ নং. এএ/১ এবং এএ/২-এর জন্য ০৬.০২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টায়। সমস্ত সম্ভাব্য টেন্ডারদাতাদের সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখার জন্য এবং প্রদত্ত সময়সূচী অনুসারে উপরে উল্লিখিত ই-অকশনে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ASN-206/2023-24

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কুনোয় তিন শাবকের জন্ম দিল নামিবিয়ার চিতা

কুনো, ২৩ জানুয়ারি: মধ্যপ্রদেশের কুনো জাতীয় উদ্যানে তিনটি শাবকের জন্ম দিল নামিবিয়া থেকে আনা স্ত্রী চিতা জ্বালা। ২০২২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্যোগে নামিবিয়া থেকে প্রথম দফায় ভারতে আনা হয়েছিল আটটি চিতা। প্রথম দফাতেই ভারতে এসেছিল জ্বালা। পরে দ্বিতীয় দফায় দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আরও ১২টি চিতা আনা হয়েছিল। ভারতে আনার পর কুনো জাতীয় উদ্যানে ছেড়ে দেওয়া হয় চিতাগুলিকে।

২০২৩ সালের মার্চ মাসে কুনো জাতীয় উদ্যানে চারটি শাবকের জন্ম দিয়েছিল জ্বালা। তার মধ্যে তিনটি শাবকেরই মৃত্যু হয়েছিল। প্রায় এক বছরের ব্যবধানে আরও তিনটি শাবকের জন্ম দিল সে।

কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব নিজের এক্স হ্যান্ডল থেকে একটি ভিডিও পোস্ট করে এই সুখবরটি জানিয়েছেন। ১৫ সেকেন্ডের এই ভিডিওয় তিনটি শাবকের সঙ্গে দেখা গিয়েছে জ্বালাকেও। মঙ্গলবার সকালে ভিডিওটি পোস্ট করে কুনোর জাতীয় উদ্যানে তিনটি শাবককে স্বাগত জানান ভূপেন্দ্র। দেশের সমস্ত বনকর্মীকে অভিনন্দনও জানিয়েছেন তিনি। এক সপ্তাহ আগে নামিবিয়া থেকে আনা অন্য একটি স্ত্রী চিতা আশা শাবকের জন্ম দিয়েছিল। সাত দিনের মাথায় আরও তিন শাবকের জন্ম হল কুনো জাতীয় উদ্যানে।

হংকংকে ছাপিয়ে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম শেয়ার বাজার হল ভারত

নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারি: বিশ্ব শেয়ার বাজারে বড়সড় উত্থান ভারতের। শেয়ার মার্কেটে ভারত এবার হংকংকে পিছনে ফেলে বিশ্বের মধ্যে চতুর্থ বড় স্টক মার্কেট হিসেবে রেকর্ড সৃষ্টি করল। এই তালিকায় প্রথমে স্থানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দ্বিতীয় চিন এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে জাপান। এর পরেই ছিল হংকং। আর এবার হংকংকে এক ঝটকায় সরিয়ে ভারত এল চতুর্থ স্থানে।

সোমবার যখন বাজার বন্ধ হয়েছিল, সেই সময় ভারতের স্টক এক্সচেঞ্জের মোট শেয়ার মূল্য ছিল ৪.৩৩ লক্ষ কোটি ডলার। সেখানেই হংকংয়ের স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটের শেয়ার মূল্য ছিল ৪.২৯ ট্রিলিয়ন বা লক্ষ কোটি ডলার। এরপরই বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম শেয়ার মার্কেটে পরিণত হয় ভারত। ব্লুমবার্গ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, সোমবারে শেয়ার বাজারের হিসেব অনুযায়ী, ভারতীয় এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত শেয়ারের মোট মূল্য শেষ পর্যন্ত ৪.৩৩ ট্রিলিয়ন, অন্যদিকে হংকংয়ের ঝুলি ৪.২৯ ট্রিলিয়ন পৌঁছেছে। এই হিসেব ভারতকে গোটা দুনিয়ায় চতুর্থ বৃহত্তম ইকুইটি বাজার করে তুলেছে।

মূলত শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও কর্পোরেট উপার্জনের কারণেই ইকুয়িটি বাড়ছে। বিগত কয়েক বছরে দেশের সাধারণ মানুষের ব্যাপক আগ্রহ বেড়েছে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করার। অন্যদিকে, ঠিক উল্টো চিত্রটাই দেখা যাচ্ছে হংকংয়ের শেয়ার মার্কেটে। বেজিংয়ের কড়া করোনা বিধি, কর্পোরেশনগুলিতে কঠোর নিয়মবিধি আরোপ ও পশ্চিমি দেশগুলির সঙ্গে ভূ-রাজনীতির টানাপোড়েনের জেরে ব্যাপক হারে নামছে হংকংয়ের শেয়ারের সূচক।

ময়দান

EKDIN, VOL. 17, ISSUE NO. 223, KOLKATA, WEDNESDAY, 24 JANUARY 2024, PAGE 8

কলকাতা ২৪ জানুয়ারি ২০২৪

আইসিসির বর্ষসেরা টেস্ট দলে মাত্র দুজন ভারতীয়, নেই রোহিত-কোহলি

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইসিসি-র বর্ষসেরা ওয়ানডে দলকে নেতৃত্ব দেবেন রোহিত শর্মা। সেই দলে রয়েছেন বিরাট কোহলিও।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল ওয়ানডে-র দল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বর্ষসেরা টেস্ট দলও ঘোষণা করল। সেই দলে অবশ্য জায়গা হল না ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মার। বিরাট কোহলিকেও নেওয়া হল না। বর্ষসেরা টেস্ট দলে রয়েছেন কেবল দুই ভারতীয়। তাঁরা হলেন রবীন্দ্র জাদেজা ও রবিচন্দ্রন অশ্বিন।

দলকে নেতৃত্ব দেবেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। তাঁর নেতৃত্বেই ভারতকে হারিয়ে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। কামিন্সের নেতৃত্বেই ভারতকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়া বিশ্বকাপ ঘরে তুলেছিল। পাঁচ জন অজি ক্রিকেটার জায়গা পেয়েছেন আইসিসি-র বর্ষসেরা টেস্ট দলে। শ্রীলঙ্কার দিমুথ করুণারত্ন ও অজি তারকা উসমান খোয়াজা ওপেন করবেন। তিন নম্বরে নিউজিল্যান্ডের তারকা ক্রিকেটার কেন উইলিয়ামসন নামবেন। পাঁচটি দেশের তারকা ক্রিকেটাররা জায়গা পেয়েছেন আইসিসি-র বর্ষসেরা টেস্ট দলে।

গত বছরের জুনে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপজয়ী দলের অধিনায়ককেই বেছে নেওয়া হয়েছে আইসিসির ২০২৩ বর্ষসেরা টেস্ট দলের অধিনায়ক হিসেবে। ঠিকই

ধরেছেন। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। তাঁকে অধিনায়ক বানিয়ে আজ বর্ষসেরা টেস্ট দল ঘোষণা করেছে ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক এই সংস্থা।

বর্ষসেরার এই দলে আইসিসি ২০২৩ সালের সেরা টেস্ট ক্রিকেটারের পুরস্কারের জন্য মনোনীত সংক্ষিপ্ত তালিকার চারজনের থাকা প্রত্যাশিতই ছিল। গত জানুয়ারিতে প্রকাশিত সেই সংক্ষিপ্ত তালিকার চার ক্রিকেটার; রবিচন্দ্রন অশ্বিন, জো রুট, উসমান খাজা ও ট্রাভিস হেড। বর্ষসেরা এই দলে জায়গা হয়নি ভারতের তারকা বিরাট কোহলির। তবে গত জুলাইয়ে টেস্ট দিয়ে সব ধরনের ক্রিকেটকে বিদায় জানানো ইংলিশ পেসার স্টুয়ার্ট ব্রডকে রাখা হয়েছে দলে।

বর্ষসেরা দলে অস্ট্রেলিয়া থেকেই আছেন পাঁচজন। খাজা ২০২৩ সালে টেস্টে একমাত্র ক্রিকেটার হিসেবে ১ হাজারের বেশি রান করেছেন, আছে ৬টি করে শতক ও অর্ধশতক। একই বছর ১২ ম্যাচে ৯১৯ রান করেছেন তাঁর স্বদেশি ট্রাভিস হেড।

অন্যদিকে ২০২৩ সালে টেস্টে সবচেয়ে বেশি ডিসমিসাল (১২ ম্যাচে ৫৪) অস্ট্রেলিয়ান উইকেটকিপার ক্যারির, টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালেও দুই ইনিংসেই দারুণ ব্যাট (৪৪ ও ৬৬*) করেছিলেন। আর অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক কামিন্স ২০২৩ সালে যা কিছু ছুঁয়েছেন যেন সোনা ফলেছে! টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছেন, অ্যাশেজ ধরে রেখেছেন, ১১ ম্যাচে নিয়েছেন ৪২ উইকেট। সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়া কামিন্সই তাই বর্ষসেরা টেস্ট দলের অধিনায়ক।

গত বছর ৯ ম্যাচে ২৩ উইকেট নেওয়া অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি পেসার মিচেল স্টার্কও জায়গা পেয়েছেন দলে।

গত বছর ৮ টেস্টে ৩৮ উইকেট নেওয়া (চতুর্থ সর্বোচ্চ) ইংলিশ পেসার স্টুয়ার্ট ব্রড গত জুলাইয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজ দিয়ে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর নেন। ওভালে অ্যাশেজের শেষ টেস্টের শেষ দিনে ব্রড নিজের মুখোমুখি হওয়া শেষ বলে ছক্কা মেরেছিলেন। পাশাপাশি ক্যারিয়ারের শেষ বলেও উইকেট নেওয়ার বিরল কীর্তি গড়ে অবসর নেন।

ভারতের স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন গত বছরের মার্চে শেষ হওয়া বোর্ডার,গাভাস্কার ট্রফিতে সর্বোচ্চ উইকেট (৪ ম্যাচে ২৫) নেন। গত বছর ৬ টেস্ট খেলা শ্রীলঙ্কার দিমুথ করুণারত্নে ৬০৮ রান করেন ৬০.৮ গড়ে। নিউজিল্যান্ড তারকা কেইন উইলিয়ামসন চার শতকসহ ৬৯৫ রানে বছর শেষ করেন। ক্যারিয়ারে চতুর্থবারের মতো বর্ষসেরা টেস্ট দলে জায়গা পাওয়া রুট গত বছর ৮ টেস্টে করেন ৭৮৭ রান।

আইসিসি-র বর্ষসেরা টেস্ট দল উসমান খোয়াজা, দিমুথ করুণারত্নে. কেন উইলিয়ামসন, জো রুট, ট্রাভিস হেড, রবীন্দ্র জাদেজা, অ্যালেক্স ক্যারি (উইকেট কিপার), প্যাট কামিন্স, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, মিচেল স্টার্ক, স্টুয়ার্ট ব্রড।

‘শতাব্দীর অপেক্ষার অবসান’, রাম আবেগে ভাসছেন প্রাক্তন পাক ক্রিকেটার

নিজস্ব প্রতিনিধি: সরযূ তটে ভক্তি ও আবেগ মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে সোমবার। মন্ত্রোচ্চারণে প্রধান যজমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাতে প্রাণ পেয়েছে রামলালা। উৎসবের অযোধ্যায় উপস্থিত ছিলেন দেশের তারকা ক্রীড়াব্যক্তিত্বরাও। শচীন তেণ্ডুলকর থেকে অনিল কুম্বলে, সবাই এই মুহূর্তকে ঐতিহাসিক স্বর্গীয় ক্ষণ বলে উল্লেখ করেছেন। রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা নিয়ে পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার দানিশ কানেরিয়ার এক লাইনের বার্তা ভাইরাল হয়েছে সোশাল মিডিয়ায়। কানেরিয়া লিখেছেন, দশতবর্ষের অপেক্ষা শেষ, প্রতিশ্রুতিও পূর্ণতা পেয়েছে, প্রাণ প্রতিষ্ঠাও হয়েছে।দ

টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়া ডেভিড ওয়ার্নার ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, দজয় শ্রীরাম ইন্ডিয়া।দ ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি ওয়ার্নারের ভালোবাসার কথা সবারই জানা। ভারতীয় ক্রিকেটভক্তদের সঙ্গেও কথাবার্তা বলেন তিনি। ভারতীয় সিনেমার জনপ্রিয় গানের সঙ্গে তালে তাল মেলাতে দেখা যায় অজি তারকাকে।

দক্ষিণ আফ্রিকার তারকা ক্রিকেটার কেশব মহারাজ রামের ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, দজয় শ্রীরাম। অযোধ্যায় রামলালার

প্রাণপ্রতিষ্ঠা ঘিরে উৎসবের আবহ ছিল। বিদেশি ক্রীড়াব্যক্তিত্বরা রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে আনন্দিত, ঠিক তেমনই দেশীয় ক্রীড়াব্যক্তিত্বরাও অযোধ্যায় উপস্থিত থেকে মোহিত হয়েছেন। শচীন তেণ্ডুলকরের মতো কিংবদন্তি ক্রিকেটার বলেছেন, দএটা আমার কাছে দারুণ এক অভিজ্ঞতা। বলতে গেলে, ঐতিহাসিক দিন। সমগ্র দেশবাসীর স্বপ্নপূরণ হয়েছে। আমাদের সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক পরম্পরার জন্য দারুণ এক গর্বের মুহূর্ত। পরবর্তী প্রজন্মকেও অনুপ্রাণিত করবে এই মুহূর্ত। আমি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে দারুণ খুশি। আমার পরিবারকে এখানে আনতে চাই।

১২ ছক্কায় ভেঙে দিলেন তিন জনের রেকর্ড! বাঁচলেন না ক্রিস গেলও, অস্ট্রেলিয়ার টি-টোয়েন্টি লিগে ইতিহাস

নিজস্ব প্রতিনিধি: এর আগে পর্যন্ত বিগ ব্যাশ লিগে এক ইনিংসে সব থেকে বেশি ছক্কা মারার রেকর্ড ছিল ক্রিস গেলের দখলে। তবে একা গেল নন, বিগ ব্যাশ লিগে এক ইনিংসে সব থেকে বেশি ছক্কা মারার রেকর্ড ছিল ক্রেগ সাইমন্স এবং ক্রিস লিনের দখলে। একসঙ্গে তিন জনের রেকর্ড ভেঙে দিলেন জস ব্রাউন। তিনি মারলেন ১২টি ছক্কা।

বিগ ব্যাশ লিগে সোমবার অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স এবং ব্রিসবেন হিটের ম্যাচ ছিল। সেই ম্যাচে ব্রাউন ৫৭ বলে ১৪০ রান করেন। মারেন ১০টি চার এবং ১২টি ছক্কা। নবম ছক্কাটি মেরে শতরান করেছিলেন ব্রাউন। তাঁর ইনিংসে ভর করে ২১৪ রান তোলে ব্রিসবেন। ৪১ বলে

শতরান করেন ব্রাউন। বিগ ব্যাশের ইতিহাসে দ্রুততম শতরানের তালিকায় এটি রইল দ্বিতীয় স্থানে। এর আগে গ্লেন ম্যাক্সওয়েলও ৪১ বলে শতরান করেছিলেন। তবে দ্রুততম শতরানের রেকর্ডটি অক্ষত রইল।

সেটা করেছিলেন সাইমন্স। ৩৯ বলে শতরান করেছিলেন তিনি। ২০১৪ সালে অ্যাডিলেডের বিরুদ্ধেই সেই রেকর্ড গড়েছিলেন সাইমন্স।

৩০ বছরের ব্রাউন অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলেননি। তিনি ঘরোয়া ক্রিকেটে একটি লিস্ট এ ম্যাচ এবং ২২টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। ওপেনার হিসাবে খেলেন এই ডানহাতি ব্যাটার।

প্রকাশ্যে এল মহিলাদের প্রিমিয়ার লিগের সূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি: মহিলাদের প্রিমিয়ার লিগের পূর্ণাঙ্গ সূচি প্রকাশ্যে এসেছে। টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে ২৩ ফেব্রুয়ারি। ফাইনাল হবে ১৭ মার্চ। গতবারের চ্যাম্পিয়ন দল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হবে দিল্লি ক্যাপিটালসের। বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে হবে প্রথম ম্যাচটি।

এবছরের মহিলাদের প্রিমিয়ার লিগে মোট ২২টি ম্যাচ হবে। ১৭ মার্চ ফাইনাল হবে দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে। প্রতিটি ম্যাচই সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে হবে। এলিমিনেটর হবে ১৫মার্চ।

গতবারের টুর্নামেন্টে হোম এবং অ্যাওয়ে ম্যাচ ছিল না। এবারের ফরম্যাটও তাই। দুটো শহরে হবে মহিলাদের প্রিমিয়ার লিগের খেলা। দিল্লি ও বেঙ্গালুরু শহরে হবে সব

ম্যাচগুলো।

লিগ পর্বের তিনটি সেরা দল প্লে অফের ছাড়পত্র পাবে। লিগ টেবিলের সবার উপরে যে দলটা থাকবে, সেই দলটা সরাসরি ফাইনাল খেলবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় হবে যে দলগুলো তাদের খেলতে হবে এলিমিনেটর।

গতবার হরমনপ্রীত কৌরের নেতৃত্বাধীন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স সাত উইকেটে দিল্লি ক্যাপিটালসকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল।

২৫ থেকে দুই ম্যাচ দূরে জোকোভিচ

নিজস্ব প্রতিনিধি: অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে প্রথম সেটে নোভাক জোকোভিচকে কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন টেলর ফ্রিটজ। শেষ পর্যন্ত ৭-৬ (৭/৩) গেমে সেই সেট জিতে কোনোরকমে হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন সার্বিয়ান মহাতারকা।

মেলবোর্নের গরমে প্রথম সেটে হারতে হারতে পার পেলেও দ্বিতীয় সেটে আর পারেননি জোকোভিচ। এবার ফ্রিটজের কাছে ৬-৪ গেমে হার মানেন শীর্ষ বাছাই জোকোভিচ। নড়বড়ে শুরুর পর দাপটের সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ানো অবশ্য জোকোভিচের জন্য নতুন কিছু নয়। এর আগেও অনেকবার পিছিয়ে পড়ে ঘুরে দাঁড়ানোর ইতিহাস আছে তাঁর।

এবার অবশ্য ১-১ সমতা থাকতেই রুদ্রমূর্তি ধারণ করে ফিরে আসেন জোকোভিচ। শেষ দুই সেটে ২৪ গ্র্যান্ড স্লাম জেতা জোকোভিচের সামনে দাঁড়াতেই পারেননি ১২তম বাছাই মার্কিন খোলোয়াড় ফ্রিটজ। শেষ দুই সেট ৬,২, ৬,৩ গেমে জিতে পৌঁছে গেছেন আরেকটি গ্র্যান্ড স্লামের সেমিফাইনালে।

২৫তম গ্র্যান্ড স্লাম জিতে গেলে মার্গারেট কোর্টকে পেছনে ফেলে নারী,পুরুষ মিলিয়েই এককভাবে সর্বোচ্চ গ্র্যান্ড স্লামের মালিক হয়ে যাবেন জোকোভিচ। সেমিফাইনালে জোকোভিচের প্রতিপক্ষ ইয়ানিক সিনার কিংবা আন্দ্রেই রুবলেভ।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন বরাবরই জোকোভিচের পছন্দের মঞ্চ। ২০১৮ সালের পর থেকে এখানে কখনোই তিনি হারেননি। এর মধ্যে জিতেছেন ৩৩টি ম্যাচ। আর এটি তাঁর ১১তম সেমিফাইনালও বটে। এর আগে যে ১০ বার তিনি মেলবোর্ন পার্কে শেষ চারে উঠেছেন, প্রতিবারই ট্রফি নিয়ে বাড়িতে ফিরেছেন।

ফ্রিটজকে হারানোর পর প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে জোকোভিচ বলেন, ‘আজ প্রথম দুই সেটে আমি ভুগেছি। টেনিসের মানও অবশ্য বেশ উঁচু ছিল। সঠিক টাইমিং খুঁজে পেতে আমাকে বেশ কষ্ট করতে হচ্ছিল। আর গরমও ছিল অনেক বেশি। শারীরিক ও মানসিকভাবে শুষে নিচ্ছিল আমাকে। আজকের পারফরম্যান্সের জন্য ফ্রিটজকে সাধুবাদ জানাই। সে দারুণ টেনিস খেলেছে।’

সেমিফাইনালে সম্ভাব্য প্রতিপক্ষদের নিয়ে জোকোভিচ আরও বলেন, ‘আলাদা একটি ম্যাচ হবে। অবশ্যই সিনার এবং রুবলেভ দুজনই দারুণ ছন্দে আছে।’

হারের হ্যাটট্রিক করে এশিয়ান কাপ থেকে বিদায় সুনীলের ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি: এএফসি এশিয়া কাপের দ্বিতীয় রাউন্ডে ওঠা হল না সুনীল ছেত্রীদের। গোলের একাধিক সহজ সুযোগ নষ্টের খেসারত দিয়ে সিরিয়ার কাছেও হেরে গেল ভারত। গ্রুপের শেষ ম্যাচে সুনীলেরা হারলেন ০-১ ব্যবধানে। এ দিনের হারের ফলে তিন ম্যাচে ভারতের প্রাপ্তি শূন্য পয়েন্ট। ৭৬ মিনিটে সিরিয়ার পক্ষে এক মাত্র গোলটি করেন ওমর খরিবিন।

প্রতিযোগিতার পরের রাউন্ডে যাওয়ার আশা বাঁচিয়ে রাখতে হলে সিরিয়ার বিরুদ্ধে জিততেই হত ভারতকে। তাই প্রথম দু'ম্যাচের মতো দলকে এ দিন রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলাননি কোচ ইগর স্তিমাচ। তাঁর পরিকল্পনা ছিল ঘর সামলে আক্রমণে যাওয়া। প্রতিআক্রমণ মূলক ফুটবলের কৌশল নিয়ে দল নামিয়ে ছিলেন। কিন্তু সিরিয়ার বিরুদ্ধেও তাঁর পরিকল্পনা কাজে এল না। কাজে এল না সুনীলদের কোনও প্রচেষ্টা।

প্রথমার্ধে সিরিয়ার সঙ্গে সমানে সমানে লড়াইকরে ভারতীয় দল। তবে দ্বিতীয়ার্ধে কৌশল বদলে মাঝ মাঠের দখল ধীরে ধীরে নিয়ে নেন সিরিয়ার ফুটবলারেরা। তাতেই কিছুটা ছন্নছাড়া হয়ে গেল ভারতীয় দল।

এবার হেরেই গেল মেসির ইন্টার মায়ামি

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রাক-মৌসুম প্রস্তুতি ম্যাচে এবার হেরেই গেছে লিওনেল মেসির ইন্টার মায়ামি। শুক্রবার এল সালভাদরের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করা মেসিরা সোমবার রাতে হেরে গেছে এফসি ডালাসের কাছে। ডালাসের কটন বোল স্টেডিয়ামে তীব্র ঠান্ডার মধ্যে অনুষ্ঠিত ম্যাচটিতে ৩ মিনিটেই এগিয়ে যায় ডালাস। ডালাসের গোলটি যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় দলের খেলোয়াড় জেসুস ফেরেইরার।

প্রীতি ম্যাচটিতে পুরো সময় অবশ্য খেলেননি মেসি। ৬৪ মিনিটে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়কসহ লুইস সুয়ারেজ ও সের্হিও বুসকেতসকে তুলে নেন মায়ামির কোচ।

দল হারলেও উঠে যাওয়ার আগে বেশ কয়টি সুযোগ তৈরি করেছিলেন মেসি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে তো তাঁর ৩০ গজি ভলি বাঁচিয়ে দেন ডালাস গোলরক্ষক মার্তেন পেয়েস। প্রথমার্ধেও লুইস সুয়ারেজকে দিয়ে গোল করানোর সুযোগ তৈরি করেছিলেন মেসি। কিন্তু উরুগুইয়ান স্ট্রাইকারের ভলি চলে যায় গোল পোস্টের বাইরে দিয়ে।

আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে

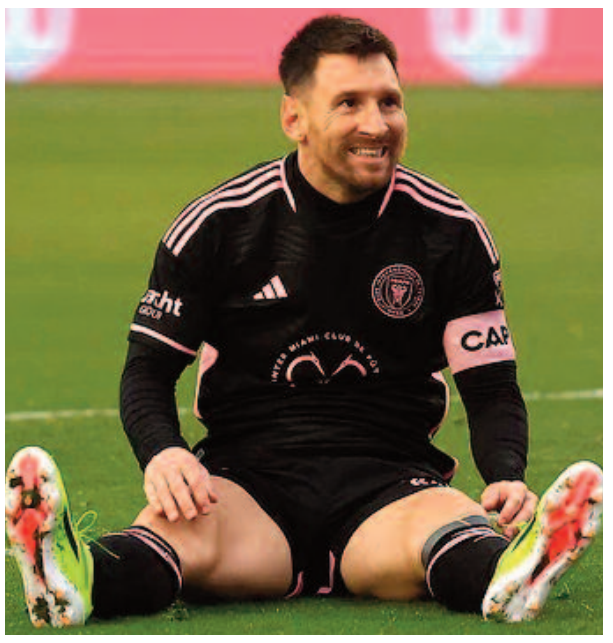

নতুন মৌসুমে মেজর লিগ সকার (এমএলএস)। মেসিরা প্রথম ম্যাচটি খেলবে রিয়াল সল্ট লেকের বিপক্ষে। সেই ম্যাচের আগে আরও পাঁচটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে মায়ামি। যার প্রথম দুটি সৌদি আরবে। ২৯ জানুয়ারি প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ আল হিলাল। ১ ফেব্রুয়ারি খেলা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর আল নাসরের বিপক্ষে।

মেসিরা এরপর হংকং ও জাপানে আরও দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলার পর যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আর্জেন্টাইন ক্লাব নিওয়েলস ওল্ড বয়েজের বিপক্ষে খেলবে। ওই ম্যাচটি হবে ১৫ ফেব্রুয়ারি।

‘বিব্রত’ ম্যাক্সওয়েলকে ‘দায়িত্বশীল’ হওয়ার পরামর্শ কামিন্সের

নিজস্ব প্রতিনিধি: গ্লেন ম্যাক্সওয়েল বিব্রত। সর্বশেষ পানশালা,কাণ্ডের জন্যই বিব্রত অস্ট্রেলিয়ার বিস্ফোরক এই ব্যাটসম্যান। কয়েক দিন আগে অ্যাডিলেডের এক পানশালায় অসুস্থ হয়ে পড়েন ম্যাক্সওয়েল। সেখান থেকে অ্যাম্বুলেন্সে করে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এখন অবশ্য সুস্থ আছেন বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের বিপক্ষে মহাকাব্যিক এক ইনিংস খেলা এই ব্যাটসম্যান।

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) চিকিৎসক দল আজ মঙ্গলবার ওই দুর্ঘটনা নিয়ে কথা বলেছে ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে। পানশালার ঘটনায় ম্যাক্সওয়েলের কনকাশন হয়েছিল কি না, সেটি বুঝতেই ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে দেখা করেন তাঁরা।

এরপর ম্যাক্সওয়েলের ম্যানেজার বেন টিপেট সিডনি মর্নিং হেরাল্ডকে ম্যাক্সওয়েলের সর্বশেষ অবস্থা জানান। সেখানেই তিনি ম্যাক্সওয়েলের বিব্রত হওয়ার কথা বলেন, ‘পুরো ঘটনার জন্য গ্লেন (ম্যাক্সওয়েল) একটু বিব্রত। শনিবারের ঘটনা নিয়ে সে একটু বিরক্ত আর দুঃখিতও। তবে সে মেলবোর্নে ফিরেছে এবং গতকালই অনুশীলন শুরু করেছে। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াও তাকে নিয়ে কোনো তদন্ত করছে না।’

ম্যাক্সওয়েল সোমবার অস্ট্রেলিয়া দলের নির্বাচক জর্জ বেইলির সঙ্গেও ওই ঘটনা নিয়ে কথা বলেছেন। বেইলি ও অস্ট্রেলিয়া দলের প্রধান কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড ম্যাক্সওয়েলের অসুস্থতার খবর ওই দিনই পেয়েছিলেন। সোমবারই বিশ্রাম কাটিয়ে টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রস্তুতি শুরু করার কথা ছিল ম্যাক্সির।

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্সও আজ ম্যাক্সওয়েলকে নিয়ে কথা বলেছেন। কামিন্স মনে করেন,

ম্যাক্সওয়েলের উচিত নিজের আচরণ নিয়ে ভাবা। গত ১৮ মাসে তিনটি ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিয়েই সতীর্থকে এই পরামর্শ দিলেন কামিন্স। অস্ট্রেলিয়ার অলরাউন্ডার ম্যাক্সওয়েলের গত অক্টোবর-নভেম্বরে ভারতে অনুষ্ঠিত ওয়ানডে বিশ্বকাপ চলাকালে মাঠের বাইরের ঘটনায় কনকাশন হয়। গলফ কার্ট থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পেয়েছিলেন সে সময়। এর আগে ২০২২ সালের শেষ দিকে এক বন্ধুর জন্মদিনে দৌড়ানোর সময় পা ভেঙে ফেলেন। সে সময়ে তাঁকে প্রায় তিন মাস মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছিল।

এরপর অ্যাডিলেডের এই ঘটনা। ঘটনাস্থলে গান গাচ্ছিল অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ফাস্ট বোলার ব্রেট লির দল সিক্স অ্যান্ড আউট। সেখানেই একপর্যায়ে মঞ্চের পেছনে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে অ্যালকোহল পান করেন ম্যাক্সওয়েল। অস্ট্রেলীয় তারকা জ্ঞান হারান সেখানেই। কী কারণে, সেটি অবশ্য এখনো জানা যায়নি। বন্ধুরা জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পরই অ্যাম্বুলেন্স ডাকেন। হাসপাতালে যাওয়ার পথে জ্ঞান ফেরে তাঁর।

এসব ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিয়ে কামিন্সকে ম্যাক্সওয়েলের দায়িত্বশীলতা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। উত্তরে অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনার কথা বলেন, ‘কী করবে না করবে, সেটি একান্তই অ্যাক্সিরদ ব্যাপার। তবে আমরা সবাই প্রাপ্তবয়স্ক। আর প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে আপনাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কী করবেন আর কী করবেন না। আর এই ঘটনার কথা বলি, সে অস্ট্রেলিয়া দলের সঙ্গে ছিল না। ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান ছিল সেটি। এটা একটু অন্য রকম, তবে যাহোক, আপনি যা,ই করুন না কেন, দায়িত্বটা একান্তই আপনার আর সেই ঘটনা নিয়ে আপনাকে নির্ভার থাকতে হবে।’

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**